POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ
لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ

যাহারা ঈমান আনে এবং পুণ্যকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার রহিয়াছে।

(সূরা আল মায়েদা: ১০)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 20

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

20 শে মে, 2021 ● 7 শওয়াল 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

১২৪৬) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়, আঁ হযরত (সা.) যার সম্পর্কে অসুস্থ অবস্থায় খোঁজ খবর নিতেন। রাত্রে মৃত্যু বরণ করলে লোকেরা তাকে রাত্রেই দফন করে দেয়। সকাল হলে লোকেরা আঁ হযরত (সা.) কে তার মৃত্যু সংবাদ অবহিত করে। আঁ হযরত (সা.) বললেন, আমাকে সংবাদ দিতে তোমাদের কোন বিষয় বাধা দিয়েছিল? তারা উত্তর দিল, অন্ধকার রাত্রি ছিল, তাই আপনাকে আমরা কষ্টের মধ্যে ফেলতে চাই নি। তিনি সেই ব্যক্তির কবরে এসে নামায (জানাযা) পড়েন।

সেই ব্যক্তির গরিমা যার শিশুসন্তান মারা যায়।

১২৪৮) হযরত আনাস (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) বলেছেন, যে মুসলমান ব্যক্তির তিন শিশু সন্তান মারা যায়, যারা পাপ-পুণ্যের তারতম্য বুঝতে শেখেনি, আল্লাহ্ তা'লা সন্তানদের প্রতি তার দয়ামায়ার সুবাদে এমন ব্যক্তিকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

১২৪৯) হযরত আবু সাঈদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহিলারা নবী (সা.) কে বলল, আমাদের জন্যও কোন একটি দিন নির্ধারণ করুন। আঁ হযরত (সা.) তাদের উদ্দেশ্যে উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন, যে মহিলার তিন শিশুসন্তান মারা যায়, তারা তার জন্য আগুন থেকে আশ্রয় দিবে। এক মহিলা প্রশ্ন করল, যদি দুই সন্তান (মারা যায়?) তিনি উত্তর দিলেন, তবুও।

(সহী বুখারী, ২য় খণ্ড,কিতাবুল জানায়েয))

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৯ই এপ্রিল, ২০২১
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত
আয়ারল্যাণ্ড, ২০১৪ (সেপ্টেম্বর)

আমার মতে খোদা তা'লা নিজেকে এজন্য অদৃশ্য রেখেছেন যেন মানুষের ধার্মিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার গুণ বিকশিত হয় এবং আমাদেরকে আধ্যাত্মিকভাবে আলোকিত করতে আধ্যাত্মিক শক্তিবৃত্তি পরিশীলিত হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আল্লাহ্ তা'লার অদৃশ্য থাকার মধ্যে প্রজ্ঞা

যারা মূর্তি গড়ে, আমার মতে, তারা খোদা তা'লার সেই প্রজ্ঞা ও রহস্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে যা তিনি নিজেকে আপাত অদৃশ্য রাখার মধ্যে নিহিত রেখেছেন। খোদা তা'লা অদৃশ্য বলেই মানুষের জন্য সকল অন্বেষণ, গবেষণা ও অনুসন্ধানের পথ উন্মোচিত হয়েছে। যা কিছু জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি মানুষের নিকট প্রকাশিত হয়েছে, যদিও তা সবই বিদ্যমান ছিল এবং আছে, একদা তা গোপন ছিল। মানুষের চেষ্টা ও সাধনা শক্তি তার দীপ্তি প্রকাশ করেছে এবং অবশেষে মানুষ চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করেছে। যেভাবে একজন প্রকৃত প্রেমিকের ভালবাসা তার প্রেমাস্পদের অনুপস্থিতি কিম্বা বাহ্যিক দৃষ্টি থেকে তার দূরে সরে যাওয়ায় দোদুল্যমান হয় না, বরং সেই বাহ্যিক বিরহ তার মধ্যে তীব্র আকাঙ্খার জন্ম দিয়ে ভালবাসার আবেগে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। কাজেই যে ব্যক্তি মূর্তির মধ্য দিয়ে খোদাকে অন্বেষণ করতে চায়, সে কিভাবে প্রকৃত ভালবাসার দাবি করতে পারে, যখন কি না এমন ব্যক্তি মূর্তির সাহায্য ছাড়া সেই পবিত্র ও অনুপম সুন্দর সত্তার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করতে সক্ষম নয়? মানুষের উচিত নিজের ভালবাসা নিজেই পরীক্ষা করে দেখা। যদি সেই উন্মত্ত প্রেমিকের ন্যায় চলতে ফিরতে,উঠতে-বসতে, স্বপনে-জাগরণে, অর্থাৎ সর্বাবস্থায় কেবল নিজ প্রেমাস্পদের চেহারাই দেখতে পায় আর তাঁর দিকে পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে তবে বুঝে নিক যে সত্যিই সে খোদাকে ভালবাসে এবং অবশ্যই খোদার জ্যোতি ও প্রেম তার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু যদি মধ্যবর্তী উপাদান, বাহ্যিক বন্ধন ও অন্তরায় তার চিত্তবিক্ষেপ ঘটাতে সক্ষম হয় এবং এক মুহূর্তের জন্যও সেই চিন্তা তার মন থেকে বের হওয়া সম্ভব হয়,তবে আমি সত্যি বলছি, সে খোদা ত'লার প্রেমিক নয়। এই কারণেই সত্য প্রেমিকরা যে জ্যোতি লাভ করে তা থেকে সে বঞ্চিত থাকে। এখানে এসেই অধিকাংশ মানুষ হোঁচট খেয়েছে এবং খোদাকে অস্বীকার করে বসেছে। নির্বোধরা নিজেদের ভালবাসা যাচাই করে দেখে নি, নিজেদের নিষ্ঠা ও ভক্তির গভীরতা না মেপেই খোদা সম্পর্কে অসৎ ধারণা পোষণ করেছে। কাজেই আমার মতে খোদা তা'লার অদৃশ্যে থাকা এজন্য যেন মানুষের ধার্মিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার গুণ বিকশিত হয় এবং আমাদেরকে আধ্যাত্মিকভাবে আলোকিত করতে আধ্যাত্মিক শক্তিবৃত্তি পরিশীলিত হয়। আমি যে বার বার ইশতেহার প্রকাশ করি এবং মানুষকে নিজেকেই প্রত্যক্ষ করতে আহ্বান জানাই, এতে অনেকে আমাকে ব্যবসায়ী বলে। অনেকেই অনেক কিছু বলে। যাইহোক এই সব নানান প্রকারের কথা শুনেও আমি কোন উদ্দেশ্যে ইউরোপ কিম্বা আমেরিকা ইত্যাদি দেশে, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এমন ইশতেহার ঘোষণা করছি?

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৯১)

যেমনটি বাদশাহদের চর্তুদিকে দেহরক্ষীরা ঘিরে থাকে,অনুরূপভাবে আঁ হযরত (সা.)-এর অগ্রে ও পশ্চাতে রয়েছে 'মুয়াক্কিবাত'। সাহাবারাও 'মুয়াক্কিবাত'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাদেরকে খোদা তা'লা নিরাপত্তার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা রাআদ এর ১২নং আয়াত

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ

এর ব্যাখ্যায় বলেন:

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ اَیْ مَلَائِكَةٌ يَتَعَاقَبُوْنَ عَلَيْهِ حَافِظِيْنَ

'মুয়াক্কিবাত' বলতে ফিরিশতাদের সেই দলকে বোঝানো হয়েছে যারা নিরাপত্তা প্রদানের জন্য একের পর এক আসতে থাকে। (মুফরেদাত) তিনি বলেন, 'লাহু' সর্বনামটি দ্বারা আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ-যেমনটি বাদশাহদের চর্তুদিকে দেহরক্ষীরা ঘিরে থাকে,অনুরূপভাবে আঁ হযরত (সা.)-এর অগ্রে ও পশ্চাতে রয়েছে 'মুয়াক্কিবাত'। এই অর্থগুলির সমর্থনে একটি হাদীসও রয়েছে। আবু নাঈম 'আদদালায়েল' পুস্তকে এবং তিবরানী 'মুজামে কবীর' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন যে আমির বিন তুফায়েল এবং আরবাদ ইবনে কায়েস- এই দুই ব্যক্তি হুযুর (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হল। আমির বলল, 'আমি যদি মুসলমান হয়ে যাই তবে আপনার পর আমাকে খিলাফত দেওয়া হবে? হুযুর (সা.) বললেন, তোমার এই শর্তের ফলে তুমি এবং তোমার জাতি কখনই খিলাফত লাভ করবে না। তখন সে রুষ্ট হয়ে বলল, 'আমি তবে এমন

(শেষাংশ ২ পাতায়..)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

(১ম পাতার শেষাংশ...)

বাহন নিয়ে আসব যা আপনি মনে রাখবেন। আঁ হযরত (সা.) বললেন, খোদা তোমাকে এর তৌফিক দিবেন না।' একথা শুনে তারা দুজনে আরও রুষ্ট হয়ে সেখান থেকে চলে গেল। পথে আরবুদ বলল, চল, ফিরে যাই। আমি মুহাম্মদ (সা.) কে কথার মধ্যে ব্যস্ত রাখব, আর তুমি পিছন থেকে তরবারির আঘাতে তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ করে দিও। আমির বলল, এভাবে অনেক ঝুঁকি তৈরী হবে, তাঁর সঙ্গীরা আমাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। সে উত্তর দিল, কোন ঝুঁকির কথা না, আমরা 'দিয়াত' (রক্তপণ) দিয়ে দিব। কাজেই তারা উভয়ে ফিরে আসে। আরবুদ আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে আর আমির তাঁকে পিছন থেকে তরবারি দ্বারা আঘাত করতে চাইল। কিন্তু তরবারি তার হাতেই থাকল, তা দিয়ে আঘাত করতে পারল না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে তার হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু সেই হাদীসেই বর্ণিত হয়েছে যে সে পুনরায় বাহনে চড়ে ফিরে যায় আর নিজের হাতকে কাজে লাগাতে থাকে, এর থেকে প্রমাণ হয় যে তার হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় নি, আল্লাহ্ তা'লা তার হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করেন, যার ফলে সে আক্রমণ করার সাহস করতে পারে নি। আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতাপপূর্ণ ভয়ে তার হাত নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। বর্ণিত আছে যে, এরই মধ্যে আঁ হযরত (সা.) পিছন ফিরে দেখেন তার হাতে তরবারি রয়েছে। হুযুর (সা.) তার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে পিছনে সরে আসেন, কিন্তু তাদেরকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন নি। এরপর তারা সেখান থেকে চলে যায়। আমির পথে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যায়। সাহাবাগণ বলেন, আমরা এই ঘটনাটিকে لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنۡۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهٖ আয়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতাম। (রুহুল মাআনী) এই বর্ণনা থেকে জানা যায় যে সাহাবাগণ এই আয়াতকে সাধারণ অর্থ না করে বরং রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য বিশেষ বলে মনে করতেন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.) -এর সমগ্র নবুয়তের যুগ এই নিরাপত্তার প্রমাণ বহন করে। মক্কাতেও ফিরিশতারাই তাঁর নিরাপত্তার বিধান করতেন, অন্যথায় এমন প্রবল শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থেকে তাঁর জীবন কিভাবে নিরাপদ থাকতে পারত? অবশ্য মদিনা আসার পর দুই ধরণের নিরাপত্তাই তিনি লাভ করেছিলেন। অপার্থিব ফিরিশতা এবং পার্থিব ফিরিশতা অর্থাৎ সাহাবা- উভয়ের দ্বারা নিরাপত্তা লাভ করেছিলেন।

এই বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল বদরের যুদ্ধ। হুযুর (সা.) মদিনায় আসার পর মদীনাবাসীর সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন যে তিনি যদি মদিনার বাইরে কোন যুদ্ধ করেন,সেক্ষেত্রে মদিনাবাসীরা তাঁর সঙ্গ দিতে বাধ্য থাকবে না। বদরের যুদ্ধে তিনি আনসার ও মুহাজিরদের সঙ্গে যুদ্ধের বিষয়ে পরামর্শ করেন। মুহাজিররা বার বার এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করার বিষয়ে জোর দিচ্ছিলেন, কিন্তু হুযুর (সা.) তাদের কথা শুনে পুনরায় বলতেন, হে লোকেরা আমাকে পরামর্শ দাও। যা শুনে এক আনসারী (সাআদ বিন মাআয) বললেন, হুযুর আমাদের মুখ থেকে শুনতে চাইছেন। হুযুর (সা.) বললেন, এমনটিই। সেই আনসারী বললেন, যদিও আমরা হুযুর (সা.)-এর সঙ্গে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম মদিনার বাইরে যুদ্ধ হলে হুযুরের সঙ্গ দিতে বাধ্য থাকব না। কিন্তু সেই প্রেক্ষাপট অন্য রকম ছিল। আমরা যখন দেখলাম তিনি খোদার সত্য রসুল,তখন পরামর্শের আর প্রয়োজন কি? হুযুর (সা.) আমাদেরকে যদি আদেশ করেন, আমরা নিজেদের ঘোড়াগুলিকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে নির্দেশ দিব। আমরা মূসার জাতির ন্যায় একথা বলব না যে তুমি এবং তোমার 'রব' যুদ্ধ কর, আমরা তো এখানেই বসে থাকব। বরং আমরা হুযুরের ডানে-বামে, অগ্রে-পশ্চাতে লড়াই করব। শত্রুরা আপনার কাছে কিছুতেই পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আমাদের মৃতদেহকে পদদলিত করে এগিয়ে যাবে।

নিষ্ঠাবানদের এই দলটিও আমার মতে 'মুয়াক্কিবাত'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাদেরকে খোদা তা'লা নিরাপত্তার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। একজন সাহাবী বলেন, 'আমি তেরোটি যুদ্ধে আঁ হযরত (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলাম, কিন্তু আমার মনে অনেকবার এই বাসনার উদ্রেক হয়েছে যে এই সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার চেয়ে আমার মুখে যদি সেই বাক্য উচ্চারিত হত যা সাআদ বিন মাআয এর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল!

(তফসীরে কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ:৩৯১)

(রিপোর্ট শেষ পাতার পর...)

অনুষ্ঠান থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি।

ম্যাকক্লীন জেনী নামে এক অতিথি বলেন, আজকের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আমি ভীষণ প্রভাবিত হয়েছি। খলীফাতুল মসীহর ভাষণ খুব জোরালো ছিল যাতে তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। সেখানে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিই খলীফাতুল মসীহ্র ভাষণ শুনে প্রভাবিত হয়েছে বলে আমার ধারণা। এটিও এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে খলীফাতুল মসীহ মুসলিম বিশ্বে বর্তমান সংঘাতের কথাও উল্লেখ করেছেন।

গালওয়ে সিটি ইস্ট এর কাউন্সিলর টেরি ওফহ্যার্টি বলেন: খলীফাতুল মসীহর ভাষণ অত্যন্ত উচ্চ মানের এবং কার্যকরী ছিল। ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' বাণীটি আজকের সংশয়ময় পরিবেশের জন্য ভীষণ প্রয়োজনীয় ছিল।

তিনি বলেন, জামাত আহমদীয়া গালওয়ে এবং সারা বিশ্বের আহমদীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কামনা করি।

এক অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, খলীফাতুল মসীহর শান্তি ও ভালবাসার বাণী শুনে প্রভাবিত হয়েছি। এই বাণীর মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য অনুভব করেছি আর ইসলাম সম্পর্কে আমার সংশয়গুলি দূর করেছি।

একজন অতিথি বলেন: অসাধারণ এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হওয়ার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। খলীফাতুল মসীহ্র ভাষণ অত্যন্ত উপযোগী, খাঁটি এবং আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ ছিল। আরও বেশি মানুষ যদি খলীফাতুল মসীহ্র এই ভাষণটি শুনতে পেত!

আরও এক অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: মন-মস্তিষ্ককে ঔজ্জ্বল্য দানকারী ছিল আজকের এই সান্ধ্য অনুষ্ঠান। আজ আমি আপনাদের ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখলাম। আমি স্বীকার করছি যে এর আগে ইসলাম সম্পর্কে এত কিছু জানতাম না। কিন্তু আজ এখানে এসে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হয়েছি। আপনাদেরকে ধন্যবাদ।

এক ভদ্রমহিলা বলেন: এই অসাধারণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হওয়ার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। খলীফার ভাষণ প্রজ্ঞাপূর্ণ ও হৃদয়স্পর্শী ছিল। স্বয়ং খলীফাতুল মসীহ উপস্থিত আছেন, আমার জন্য এমন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা গর্বের বিষয়।

আরও এক ভদ্রমহিলা বলেন: খলীফাতুল মসীহ তাঁর ভাষণের মাধ্যমে যে শান্তির বার্তা দিয়েছেন এবং জিহাদের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা আমাকে প্রভাবিত করেছে। অনুরূপভাবে এই মসজিদের নাম মরিয়ম নামটিও আমার খুব ভাল লেগেছে। মসজিদের নামটিই সমাজে সমন্বয়ের স্পৃহাকে বিকশিত করতে সহায়ক হবে। এখানে এসে ইসলাম সম্পর্কে আমি নতুনভাবে পরিচিত হলাম।

তিনি বলেন: এই জামাতের উপর নির্যাতন ও উৎপীড়নের কথা শুনে মর্মাহত হয়েছি।

এক অতিথি বলেন,অনুষ্ঠানের পরিবেশ বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। খলীফার ভাষণা অসাধারণ ছিল। তাঁর বর্ণনা অত্যন্ত স্পষ্ট, কৃত্রিমতা বিবর্জিত এবং শান্তির প্রসারে সহায়ক ছিল।

জন র‍্যাবিট নামে এক ভদ্রলোক বলেন: আজকের অনুষ্ঠান আমার মধ্যে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। খলীফার ভাষণ শুনে আমি ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছি। ইসলাম সম্পর্কে আমার ধারণায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আমার এক বন্ধু সৌদি আরবে থাকে, সে আমাকে ইসলাম সম্পর্কে যা কিছু বলে, তার সম্পূর্ণ বিপরীত এখানে আমি সৌন্দর্যময় ইসলামকে দেখেছি। ইসলাম সত্যিই শান্তি, ভালবাসা এবং পারস্পরের প্রতি সহানুভূতি বজায় রাখার ধর্ম। (ক্রমশ...)

রোযার অবস্থায় Corona Vaccine নেওয়ার বিষয়ে নির্দেশিকা

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন-

'রোযা থাকা অবস্থায় যাবতীয় প্রকারের ইনজেক্শন নেওয়া নিষিদ্ধ, সেটি Intramuscular হোক বা Intravenous হোক। যদি কোন আহমদী কোরোনা ভ্যাকসিনের জন্য রমযানের মাসে এপয়েন্টমেন্ট পায় তবে ইসলাম যে অব্যহতি দান করেছে, সেটিকে কাজে লাগিয়ে ভ্যাকসিন নেওয়ার দিন সে যেন রোযা না রাখে, আর রমযানের পর সেই রোযা পূর্ণ করে। "

(আল ফযল ইন্টার ন্যাশনাল, ১৬ই এপ্রিল, ২০২১)

জুমআর খুতবা

কোন ব্যক্তি মু'মিন এবং মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ তার মাঝে আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলী রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন-এর মতো বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি না হবে।

- [হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান খলীফায়ে রাশেদ, যুন নুরাইন হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

মহানবী (সা.)-এর যুগে আমরা আমাদের কতককে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আখ্যায়িত করতাম আর মনে করতাম, হযরত আবু বকর সর্বশ্রেষ্ঠ, এরপর যথাক্রমে হযরত উমর বিন খাত্তাব এবং হযরত উসমান বিন আফ্ফান রাযিআল্লাহু আনহুম।

খোদার কসম! আল্লাহ্ তা'লা শায়খাইন, অর্থাৎ হযরত আবু বকর এবং হযরত উমরকে আর তৃতীয়জন, যিনি যুন্নুরাইন, তাদের প্রত্যেককে ইসলামের দ্বার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সেনাবাহিনীর অগ্রসেনানী করেছেন।

- [হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

১৫জন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব, যারা হলেন-

মাননীয় মহম্মদ সাদিক সাহেব দুর্গারামপুরী (বাংলাদেশ), মাননীয়া মুখতারাঁ বিবি সাহেবা (রাবওয়া নিবাসী রশীদ আহমদ আঠওয়াল-এর সহধর্মিণী), মাননীয় মঞ্জুর আহমদ শাদ সাহেব (লন্ডন), মাননীয়া হামীদা আখতার সাহেবা (যুক্তরাষ্ট্রের আব্দুর রহমান সেলিম সাহেবের সহধর্মিণী), মাননীয় নাসের পিটার লুতসিন সাহেব (জার্মানী), মাননীয়া রাজিয়া তানভীর সাহেবা (রাবোয়ার ভাইস প্রিন্সিপাল মাননীয় খলীল তনভীর সাহেবের সহধর্মিণী), মাননীয় মিঞা মঞ্জুর আহমদ গালিব সাহেব (সারগোধা), মাননীয়া বুশরা হামীদ আনওয়ার আদনী (ইয়েমেন নিবাসী হামীদ আনওয়ার সাহেবের সহধর্মিণী), মাননীয়া নুরুস সাবাহ যাফর সাহেবা (কেনিয়ার মুরুব্বি সিলসিলা মহম্মদ আফজল যফর সাহেবের সহধর্মিণী), মাননীয় সুলতান ইল রাইহান সাহেব, মাননীয় মৌলবী গোলাম কাদির সাহেব (মুবাল্লিগ সিলসিলা জম্মু-কাশ্মীর), মাননীয়া মাহমুদা বেগম সাহেবা (কাদিয়ানের দরবেশ মহম্মদ সাদিক সাহেব আরিফের সহধর্মিণী), মাননীয় খালিদ সাআদুল্লাহ্ আল মিসরী সাহেব, মাননীয় মহম্মদ মুনীর সাহেব (দারুল ফযল, রাবোয়া) এবং মাননীয় মাস্টার নাজির আহমদ সাহেব (রাবোয়া)।

আলজেরিয়া ও পাকিস্তানে আহমদীদের বিরোধিতাকে দৃষ্টিতে রেখে বিশেষ দোয়ার আহ্বান।

'আলইসলাম' সংগঠনের পক্ষ থেকে কুরআন করীমের নতুন সার্চ ইঞ্জিনের প্রথম সংস্করণের উদ্বোধন

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ৯ ই এপ্রিল ,, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (৯ শাহাদত, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত উসমান (রা.)'র স্মৃতিচারণ চলছে। হযরত উসমান (রা.)-এর পদমর্যাদা কী ছিল আর মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর (তিরোধাণের) পর সাহাবীরা তাকে কী দৃষ্টিতে দেখতেন- এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। নাফে' হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর বরাতে বর্ণনা করেন মহানবী (সা.)-এর যুগে আমরা আমাদের কতককে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আখ্যায়িত করতাম আর মনে করতাম, হযরত আবু বকর সর্বশ্রেষ্ঠ, এরপর যথাক্রমে হযরত উমর বিন খাত্তাব এবং হযরত উসমান বিন আফ্ফান রাযিআল্লাহু আনহুম। এটি বুখারীর বর্ণনা।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাব, হাদীস-৩৬৫৫)

আরেকটি রেওয়ায়েত বুখারীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, নাফে' হযরত ওমর ও ইবনে উমর (রা.)-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর যুগে কাউকে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমকক্ষ জ্ঞান করতাম না, এরপর হযরত উমর (রা.) ও হযরত উসমান (রা.)-এর সমকক্ষও কাউকে মনে করতাম না। এরপর মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের কাউকে অন্য কারো সাথে তুলনা করতাম না তাদের কাউকে অপর কারো থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতাম না।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাব, হাদীস-৩৬৯৭)

এরপর মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর হযরত উসমান (রা.) সর্বোত্তম লোকদের মাঝে গণ্য হওয়া সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়াত পাওয়া যায় তার মধ্যে মুহাম্মদ বিন হানফিয়াহ্'র বর্ণনা রয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতা হযরত আলী (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করি, মহানবী (সা.)-এর পর লোকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? উত্তরে তিনি বলেন, আবু বকর (রা.)। আমি জিজ্ঞেস করি, তার পরে কে? তিনি বলেন, তার পরে হযরত উমর (রা.)। এ পর্যায়ে আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি, এরপর কে? তিনি উত্তরে বলেন, হযরত উসমান (রা.)। এরপর আমি বলি, হে আমার পিতা! এরপর কি আপনি? তিনি উত্তরে বলেন, আমি তো মুসলমানদের মধ্যে একজন সাধারণ মানুষ মাত্র।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, হাদীস-৪৬২৯)

হযরত উসমান (রা.)-এর সঙ্গে মহানবী (সা.)-এর যে সম্পর্ক ছিল, তাঁর দৃষ্টিতে তার {অর্থাৎ উসমান (রা.)'র} যে মর্যাদা ছিল তা এ থেকে অনুমান করা যায় যে, হযরত উসমান (রা.)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী জনৈক ব্যক্তির জানাযা মহানবী (সা.) পড়েন নি। এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দেওয়া হয়েছে। হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তির মরদেহ জানাযা পড়ানোর জন্য মহানবী (সা.)-এর সমীপে আনা হয়। কিন্তু তিনি (সা.) তার জানাযার নামায পড়ান নি। কেউ নিবেদন করে, হে আল্লাহ্র রসূল! ইতিপূর্বে আমরা কখনো দেখি নি যে আপনি কারো জানাযা পড়াতে অস্বীকার করেছেন। তখন তিনি (সা.) বলেন, এই ব্যক্তি উসমানের প্রতি বিদ্বেষ রাখতো তাই আল্লাহ্ তা'লাও তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করেন।

(সুনান আততিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৭০৯)

এরপর হযরত উসমান (রা.)-এর ন্যায়বিচার সম্পর্কে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, যাতে তার ভাইয়ের অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে তিনি কীভাবে শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন তা বর্ণিত হয়েছে। উবায়দুল্লাহ বিন আদী বর্ণনা করেন, হযরত মিসওয়ার বিন মাখরামাহ্ এবং আব্দুর রহমান বিন আসওয়াদ বিন আবদে ইয়াগুস উভয়ে আমাকে বলেন, হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে তার ভাই ওয়ালীদ সম্পর্কে কথা বলতে তোমাকে কীসে বিরত রাখছে? কেননা কিছু দোষের কারণে লোকজন তার সম্পর্কে অনেক কানাঘুষা করেছে। এরপর আমি উসমান (রা.)'র কাছে যাই। তিনি (রা.) নামাযের জন্য বাইরে এলে আমি বলি, আপনার সাথে আমার একটি কাজ আছে আর তা আপনার মঙ্গলের জন্যই। হযরত উসমান বলেন, হে ভালো মানুষ, তোমাকে মা'মার বলেছে? আমি মনে হয় সে তোমাকে বলেছে, তুমি তার বার্তা নিয়ে এসেছ। এরপর তিনি বলেন, আমি তোমার থেকে আল্লাহর আশ্রয় পার্থনা করি, একথা শুনে সে অর্থাৎ যে হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে গিয়েছিল সেখান থেকে চলে যায় এবং সে লোকদের কাছে ফিরে যায়। ইত্যবসরে হযরত উসমান (রা.)-এর বার্তাবাহক এসে জিজ্ঞেস করেন, তার কাছে আসলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি (হযরত ওসমানকে) কোন শুভাকাঙ্খার কথা বলছ ? ইতিপূর্বে সে বলেছিল আমি আপনার মঙ্গল চাই। উত্তরে আমি বললাম, মহান আল্লাহ মহানবী (সা.)-কে সত্যসহকারে আবির্ভূত করেছেন এবং তাঁর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আর তিনি(অর্থাৎ হযরত ওমর) সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর ডাকে সাড়া দিয়েছে। তিনি দু'টি হিজরত করেছেন এবং মহানবী (সা.)-এর সঙ্গ দিয়েছেন আর তিনি হুযূর (সা.)-এর জীবনাদর্শ দেখেছেন। অতঃপর আমি বললাম, ওয়ালীদ [অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.)-এর ভাই] সম্পর্কে মানুষ নানান কথা বলেছে। হযরত উসমান (রা.) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি মহানবী (সা.)-এর যুগ পেয়েছ? আমি উত্তরে বলি, না; তবে আপনার মাধ্যমে সেসব কথা আমি জানতে পেরেছি। অর্থাৎ সেই যুগ পাইনি একথা ঠিক কিন্তু মহানবী (সা.)-এর যুগের বিভিন্ন কথা আমি অবগত হয়েছি যেমন এক কুমারি মেয়েও পর্দার ভেতর থেকে অবগত হয়। হযরত উসমান বলেন, আম্মা বা'দ, আল্লাহ তা'লা নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা.) -কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন আর আমি সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে। আর মহানবী (সা.) যেসব বিষয় নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন আমি সেসব বিষয়ে পূর্ণ ঈমান এনেছি। আমি দু'টি হিজরতও করেছি যেমনটি তুমি বলেছ। আমি মহানবী (সা.) -এর সাথে ছিলাম, তাঁর হাতে বয়আত করেছি আর আল্লাহর কসম! আমি কখনো তার অবাধ্যতা করিনি আর আমি আল্লাহর তাঁকে মৃত্যু দেওয়া পর্যন্ত তার সাথে কোন প্রতারণাও করিনি । তারপর হযরত আবু বকরও তেমনি আমার অনুসৃত ব্যক্তিত্ব ছিলেন, হযরত উমরও অনুসৃত ব্যক্তিত্ব ছিলেন অর্থাৎ তাদেরও আমি একইভাবে আনুগত্য করেছি। অতঃপর আমাকে খলীফা নির্বাচিত করা হয়, তাহলে এক্ষেত্রে আমারও কি পূর্ববতী দুই খলীফার ন্যায় একই অধিকার নেই? আমি বললাম, কেন নয়; অবশ্যই আছে। অতঃপর তিনি বলেন, তাহলে তোমার সম্পর্কে যে আমি বিভিন্ন কথা শুনে থাকে সেগুলোর কারণ কী? আর তুমি ওয়ালীদের বিষয়ে যা বলেছ, আমি তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিব ইনশাআল্লাহ। অর্থাৎ তার কৃত অপরাধের যে শাস্তি হয়, সে যে অপরাধ করেছে বলে বলা হচ্ছে তার শাস্তি দিব। এরপর তিনি হযরত আলী (রা.)-কে ডেকে এনে বলেন, তাকে (অর্থাৎ ওয়ালীদকে) চাবুকাঘাত করুন, এ নির্দেশে হযরত আলী (রা.) তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করেন।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাব, হাদীস-৩৬৯৬)

হযরত সৈয়দ জয়নুল আবেদীন ওলিউল্লাহ শাহ সাহেব বোখারীর এই রেওয়ায়েতের ব্যাখ্যায় বলেন, ওলীদ বিন উকবার বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে এটি মদ পান করার অভিযোগে ছিল। সাক্ষ্য -প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হওয়ার পর যে, তা অজ্ঞতার যুগের মদই ছিল, কিশমিশ বা খেজুরের শরবত ছিল না- হযরত উসমান স্বজনপ্রীতি করেন নি বরং নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দিয়েছেন অর্থাৎ চল্লিশটির স্থলে আশিটি বেত্রাঘাত করিয়েছেন আর এই সংখ্যা হযরত উমর (রা.)-এর কর্মপন্থা থেকেও প্রমাণিত হয়।

(সহী বুখারী, উর্দু অনুবাদ, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৯২)

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, আতা বিন ইয়াযীদ তাকে অবগত করেন যে, হযরত উসমান (রা.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস হুমরান বলেন, তিনি হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-কে দেখেছেন যে, তিনি একটি পাত্র আনিয়ে নিজ হাত তিনবার ধৌত করেন। অতঃপর পাত্র থেকে ডান হাত দিয়ে কুলি করেন এবং নাক পরিস্কার করেন এরপর তিনি তার মুখ ও দুই হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন অতঃপর মাথা 'মাসাহ' করেন এরপর তিনি তার উভয় পা গোড়ালির উপর পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন। অতঃপর তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলতেন, যে আমার ন্যায় ওযু করবে এবং প্রবৃত্তির তাড়না থেকে মুক্ত থেকে দু'রাকাত নামায পড়বে সেক্ষেত্রে সে পূর্বে যত পাপ করেছে তার সবই ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ওযু, হাদীস-১৫৯)

জুমুআর দিন দ্বিতীয় আযানের সংযোজন হয়েছে হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে হয়েছে। এর বিস্তারিত বর্ণনায় ইমাম যুহরি সায়েব বিন ইয়াযিদের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, মহনবী (সা.), হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে জুমুআর দিনের প্রথম আযান ইমাম মিম্বরে সমাসীন হওয়ার পর হতো। হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কারণে যুহরা নামক স্থানে তৃতীয় আযানের প্রচলন হয়। আবু আবদুল্লাহ বলেন, যুহরা হলো মদীনার বাজারের একটি জায়গার নাম।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জুমা, হাদীস-৯১২)

ফিকাহ আহমদীয়াতেও হাদীসের বরাতে এই বিষয়ে লেখা আছে, মহানবী (সা.), হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা.) এর যুগে মসজিদে রাখা মিম্বরের পাশে একবার-ই আযান দেওয়া হতো। পরবতীতে হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে দ্বিতীয় আযানের প্রচলন হয়, যেটি মসজিদের দরজার সম্মুখে পড়ে থাকা একটি পাথরে দাঁড়িয়ে দেওয়া হতো। সেই স্থানের নাম যুহরা ছিল।

(ফিকাহ আহমদীয়া (ইবাদত), পৃ: ১২২)

বুখারীর তফসীর নেয়মাতুল বারী-তে এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখা আছে, ইবনে শিহাব যুহরী সায়েব এর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, এই অধ্যায়ের হাদীসে তৃতীয় যে আযানের কথা উল্লেখ রয়েছে সেটি মূলত একামতসহ গণনা করে বলা হয়েছে।

(নেয়ামাতুল বারি ফি শারাহ সহী আল বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮৩৭)

প্রথমে দু'টি আযানের প্রচলন হবার পর তৃতীয় আযান দেওয়া হতো। আমি প্রথম যে বর্ণনাটি পড়ে শুনালাম সেটিতে লেখা ছিল, যখন লোকেদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়, তখন তিনি (রা.) যুহরায় তৃতীয় আযানটি সংযোজন করেন। প্রথম আযান, এরপর দ্বিতীয় আযান এবং এরপর একামতকে তৃতীয় আযান হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে তিন বার নামাযের জন্য আহ্বান করা হতো।

ঈদের দিন জুম্মার নামায না পড়ার বিষয়ে যে ছাড় রয়েছে, এ সম্বন্ধেও রেওয়ায়েত রয়েছে। ইবনে আযহারের মুক্ত ক্রীতদাস আবু উবাইদ (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি হযরত উমর (রা.)-এর ইমামতিতে একবার ঈদের নামায আদায় করেন। তিনি (রা.) খুৎবার পূর্বে নামায আদায় করেন, এরপর লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করে বলেন, হে লোকসকল! নিশ্চয়ই মহনবী (সা.) তোমাদেরকে এই দুই ঈদে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। প্রথম ঈদ হলো, রোযা রাখার পর আর রোযা না রাখার আনন্দে পালিত ঈদ। অপরটি সেই ঈদ যেটিতে তোমরা নিজেদের কুরবানীর পশুর মাংস আহার করে থাক। আবু উবাইদ বর্ণনা করেন, এরপর তিনি একবার হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.)-এর খিলাফতকালে তাঁর পেছনে এক ঈদের নামায আদায় করেন, সেটি জুমুআর দিন ছিল। তিনি (রা.) খুতবা প্রদানের পূর্বে নামায পড়ান, এরপর লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করেন। তিনি (রা.) বলেন, এটি সেই দিন যাতে তোমাদের জন্য দু'টি ঈদ একত্রিত হয়েছে। সুতরাং মদীনার চতুর্পার্শ্বে বসবাসকারীদের যারা জুমুআর নামাযের জন্যে অপেক্ষা করতে চায়, তারা এখানে অপেক্ষা করতে পারে। আর যারা ফেরত যেতে চায়, আমার পক্ষ থেকে তাদের ফিরে যাওয়ার অনুমতি আছে।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আযাহি, হাদীস-৫৫৭১-৫৫৭২)

ফিকাহ আহমদীয়াতে এই বিষয়ে এমন একটি জিনিস আমি লেখা পেয়েছি, যেটির সপক্ষে আমি কোন স্পষ্ট দলীল এখনো পাইনি। সেখানে লেখা আছে ঈদ এবং জুমুআ একই দিনে হলে জুমুআর নামাযও পড়তে হবে না এবং যোহরের নামাযও পড়তে হবে না। বরং আসরের সময় আসরের নামায পড়তে হবে।

আতা বিন রিবাহ বর্ণনা করেন, একবার ঈদুল ফিতর এবং জুমা একই দিনে একত্রিত হল। হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) বলেন, যেহেতু একই দিনে দু'টি ঈদ একত্রিত হয়ে গেছে, তাই দু'টি নামায একত্রে আদায় করা হবে। এরপর তিনি (রা.) উভয় ঈদের জন্য দুই রাকাত দুপুরের আগে আদায় করেন। এরপর আসরের নামায পর্যন্ত আর কোন নামায আদায় করেন নি, অর্থাৎ সেই দিন কেবল আসরের নামায আদায় করা হয়েছে।" (ফিকাহ আহমদীয়া (ইবাদত), পৃ: ১৭৭)

এই বিষয়ে এখনো আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)'ও একথাই বলেছিলেন এবং এই বিষয়ে গবেষণাও করেছিলেন। প্রথমে আমার মনে হচ্ছিল প্রয়োজন নেই। পরবতীতে দেখলাম যেহেতু মহনবী (সা.)-এর ব্যাবহারিক জীবন দ্বারা সাব্যস্ত হয় এমন অন্য কোন বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে না যে জুমুআর নামাযের পাশাপাশি যোহরের নামাযও বাদ দেওয়া হয়েছে। এটিই একমাত্র বর্ণনা যেটি হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের করেছিলেন। এ বিষয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে, আমাদের ফিকাহ্‌র পুনঃপরিমার্জনের কাজ চলছে। আমার মনে হয় এ প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টি আরো বেশি গুরুত্বের সাথে দেখার প্রয়োজন রয়েছে, যোহরের নামাযও পড়তে হবে না– এটি কত দূর সঠিক? জুমুআ পড়তে হবে না, এটি ঠিক আছে, কিন্তু যোহরের নামাযও পড়াতে হবে না– এ সম্পর্কে এই রেওয়ায়েত ব্যতীত মহানবী (সা.) কিংবা খুলাফায়ে রাশেদীন হতে সরাসরি এমন কোন রেওয়ায়েত পাওয়া যায় না অথবা আমি যতটা গবেষণা করিয়েছি তাতে এখনও চোখে পড়ে নি।

জুমুআর দিন গোসল করার ব্যাপারে রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, জুমুআর দিন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) মানুষের উদ্দেশ্যে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.) (মসজিদে) প্রবেশ করলে হযরত উমর (রা.) তাঁকে উদ্দেশ্য করে ইঙ্গিতে বলেন, মানুষের কী হয়েছে যে, আযান হওয়ার পরও তারা বিলম্বে আসে! একথা শুনে হযরত উসমান (রা.) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি তো আযান শোনামাত্রই ওজু করে চলে এসেছি। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, শুধু ওজু? আপনি কি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে একথা বলতে শুনেন নি যে, তোমাদের কেউ যদি জুমুআর উদ্দেশ্যে আসে, তার গোসল করা উচিত। (সহী মুসলিম, কিতাবুল জুমা, হাদীস-১৯৫৬)

পানির ব্যবস্থা থাকলে বা (পানির) সুবিধা থাকলে গোসল করা আবশ্যক। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অন্য সাহাবীদের তুলনায় হযরত উসমান (রা.) বর্ণিত 'মারুফ' হাদীসের সংখ্যা অনেক কম। তাঁর সর্বমোট রেওয়ায়েতের সংখ্যা ১৪৬, যার মাঝে ৩টি হলো 'মুত্তাফেক আলাইহে', অর্থাৎ বুখারী এবং মুসলিম উভয় গ্রন্থেই রয়েছে। আর ৮টি শুধু বুখারীতে রয়েছে এবং ৫টি কেবল মুসলিম শরীফে রয়েছে। এভাবে সহীহায়েন-এ তাঁর বর্ণীত মোট ১৬টি হাদীস রয়েছে। তাঁর বর্ণিত রেওয়ায়েত কম হওয়ার কারণ হলো, তিনি অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) হাদীস রেওয়ায়েত করার ক্ষেত্রে চরম পর্যায়ের সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি বলতেন, মহানবী (সা.)-এর বরাতে কোন কথা বলার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বাধ সাধে তা হলো, অন্য সাহাবীদের তুলনায় আমার স্মৃতিশক্তি হয়ত দৃঢ় নয়। তিনি বলেন, কোন কথা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি আমাকে বাধা দেয় তা হলো, এমনটি যেন না হয় যে, অন্য সাহাবীদের তুলনায় আমার স্মৃতিশক্তি প্রবল না হওয়ার কারণে হয়ত তাদের কথা-ই সঠিক হবে । এজন্য আমি রেওয়ায়েত বর্ণনার ক্ষেত্রে খুবই সাবধান। তিনি বলেন, কিন্তু আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার প্রতি এমন কোন বিষয় আরোপ করবে যা আমি বলি নি, সে জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নিবে। এজন্য হযরত উসমান (রা.) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ভীষণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন হাতেব (রা.)-এর বক্তব্য হলো অন্য কোন সাহাবীকেই আমি হযরত উসমান (রা.)-এর চেয়ে পরিপূর্ণ কথা বলতে দেখি নি, কিন্তু তিনি হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ভয় পেতেন।"

(সিয়ারুস সাহাবা খোলাফায়ে রাশেদীন, প্রণেতা শাহ মাইনুদ্দীন আহমদ নাদবী, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০৪)

হুমরান বিন আবান বলেন, একবার হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.) ওজু করার জন্য পানি আনিয়ে নেওয়ার পর কুলি করেন ও নাকে পানি দিয়ে (নাক) পরিষ্কার করেন, তিন বার মুখমণ্ডল ধৌত করেন, দুই হাত তিনবার করে ধৌত করেন এবং মাথা ও উভয় হাতের উপরের অংশ 'মাসাহ্' করেন, অতঃপর তিনি হেসে উঠেন। এরপর তিনি তার সঙ্গীদের বলেন, তোমরা কি আমাকে হাসির কারণ জিজ্ঞেস করবে না? তখন তারা বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কেন হেসেছেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দেখেছি যে, তিনি এই স্থানেরই আশেপাশে পানি আনিয়ে, ঠিক সেভাবে ওজু করেন যেভাবে আমি ওজু করেছি , অতঃপর তিনি হেসে ওঠেন এবং সাহাবীদের বলেন, অর্থাৎ মহানবী (সা.) সাহাবীদের বলেন, তোমরা কি আমার কাছে জানতে চাইবে না যে, আমি কি জন্য হেসেছি? তখন তারা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কী কারণে হেসেছেন? উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, মানুষ যখন ওজুর পানি আনিয়ে নিজের মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন আল্লাহ্ তার সেই সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন যা মুখমণ্ডলের দ্বারা সংঘটিত হয়, এরপর সে যখন তার হাত ধৌত করে তখনও এমনই হয়, এরপর সে যখন তার মাথা মাসাহ্ করে বা মুছে তখনও এমনটিই ঘটে আর সে যখন তার পা পরিস্কার করে তখনও এমনই হয়। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০১)

এই রেওয়ায়েতটি আসলে ওজুর প্রথম রেওয়ায়েতের সাথেই বর্ণিত হওয়া উচিত ছিল, যাহোক এখন বর্ণনা করা হলো। হযরত উসমান (রা.)-এর বিবাহ এবং সন্তানসন্ততি সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়েত রয়েছে সে অনুসারে তিনি (রা.) ৮টি বিয়ে করেছিলেন। সবগুলো বিয়েই তিনি ইসলাম গ্রহণের পর করেছেন। তাঁর পবিত্র সহধর্মিণী এবং সন্তানসন্ততির নাম নিম্নরূপ–

১. রসূল (সা.) তনয়া হযরত রুকাইয়া, যার গর্ভে তার পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উসমান জন্মগ্রহণ করেন। ২. রসূল (সা.) তনয়া হযরত উম্মে কুলসুম। হযরত রুকাইয়া-র মৃত্যুর পর হযরত উসমান (রা.) তাকে বিয়ে করেন। ৩. হযরত ফাখতা বিনতে গাযওয়ান, যিনি হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রা.)-এর বোন ছিলেন। তাঁর গর্ভে পুত্রসন্তানের জন্ম হয় তার নামও আব্দুল্লাহ্ ছিল আর তাকে আব্দুল্লাহ্ আল আসগার নামে ডাকা হতো। ৪. হযরত উম্মে আমর বিনতে জুন্দুব আসদিয়া, যার গর্ভে আমর, খালেদ, আবান, উমর এবং মরিয়মের জন্ম হয়। ৫. হযরত ফাতেমা বিনতে ওয়ালিদ মাখযুমিয়া, যার গর্ভে ওয়ালিদ, সাঈদ এবং উম্মে সাঈদের জন্ম হয়। ৬. হযরত উম্মুল বানীন বিনতে ওয়ায়না বিন হিসন্ হাযারিয়া, যার গর্ভে তার পুত্র আব্দুল মুলক-এর জন্ম হয়। ৭. হযরত রামলা বিনতে শায়বা বিন রাবিয়া, যার গর্ভে আয়েশা, উম্মে আবান এবং উম্মে আমরের জন্ম হয়। ৮. হযরত নায়েলা বিনতে ফারাফেসা বিন আহফাস, যিনি পূর্বে খ্রিষ্টান ছিলেন, কিন্তু রুখসাতানা বা স্বামীগৃহে আসার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং উত্তম মুসলমান প্রমাণিত হন। তার গর্ভে তার কন্যা মরিয়ম জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, আম্বাসা নামে একটি পুত্রসন্তানও (তার গর্ভে) জন্মগ্রহণ করেছিল। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত উসমানের শাহাদাতের সময় তাঁর সাথে ৪ জন স্ত্রী ছিলেন। তাঁরা হলেন– হযরত রামলা, হযরত নায়েলা, হযরত উম্মুল বানীন এবং হযরত ফাখ্‌তা। কিন্তু অন্য এক রেওয়ায়েত অনুসারে অবরোধের দিনগুলোতে হযরত উসমান (রা.) হযরত উম্মুল বানীন-কে তালাক প্রদান করেছিলেন।

(তারিখে তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২০০) (সীরাত আমীরুল মোমেনীন উসমান বিন আফফান, প্রণেতা সালাবী পৃ: ১৭)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সূরা নূরের তফসীর করতে গিয়ে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মা'রেফাত তথা তত্ত্বজ্ঞানের একটি নূর বা জ্যোতি রয়েছে যার মাধ্যমে ভালো-মন্দের পার্থক্য করা যায়। এই নূর সেসব গৃহে থাকে যেসব গৃহে দিবারাত্রি আল্লাহ্ তা'লার যিক্‌র

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

বা স্মরণ করা হয়। সেখানে যারা বসবাস করে তারা ব্যবসায়ী, তাদের ঘর ছোট, কিন্তু কোন একদিন আল্লাহ্ তা'লা তাদের গৃহ সুপ্রশস্ত করবেন। অতএব এই কুরআন শরীফের সংকলক হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), এরপর হযরত উমর (রা.)। হযরত উসমান (রা.) হলেন এর প্রচারক। এরপর রয়েছেন হযরত আলী (রা.), যার মাধ্যমে সত্যিকার আধ্যাত্মিক জ্ঞানভাণ্ডার বিশ্ব ব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, আমিও সরাসরি হযরত আলী (রা.)-এর কাছ থেকে পবিত্র কুরআনের কোন কোন মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞান শিখেছি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এই রুকূ গুলোতে একথাও বলে দিয়েছেন যে, খিলাফত আনসারদের মধ্যে নয় বরং মুহাজেরদের মধ্যে হবে। অতঃপর বলেন,আর তাদের বিপক্ষে মুসলামানরাও দাঁড়াবে এবং কাফেররাও। অতএব হযরত আবু বকর (রা.)-এর বিরোধিতাও এভাবেই হয়েছিল। কেউ কেউ খিলাফতের পক্ষে ছিল না। আল্লাহ্ তা'লা দুই দলেরই দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, একটি দল হলো তারা, যারা মরুর মরীচিকাকে পানি মনে করে, আর দ্বিতীয় দলটি হলো তারা,যারা শরীয়তের সমুদ্রে অবস্থান করেও বিরোধিতা করবে। পরিণতি যা হবে তাহলো পশুপাখি তাদের মাংস ভক্ষণ করবে। খুলাফায়ে রাশেদীনের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.) কে বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। হযরত উসামা (রা.)-র সাথে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিল। অপরদিকে আরবের যত্রতত্র বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। মক্কায় লোকেরা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত ছিল, এমন সময় একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি সেখানে পেঁ ৗছে মক্কাবাসীদের বলেন, ঈমান আনার ক্ষেত্রে তোমরা সবার পিছনে ছিলে, অথচ এখন মুরতাদ হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে রয়েছ? এতে তারা বিরত হয়। এরপর তিনি বলেন, إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ (আন নুর: ৪৯) আয়াতে যে দলের কথা বলা হয়েছে তারা হযরত আবু বকর- হযরত উমর- হযরত উসমান ও হযরত আলী- তথা কারো যুগে, বিজয়ী ও সাহায্যপ্রাপ্ত হয় নি। এই দলটি কখনো সফল হয় নি। কিন্তু দ্বিতীয় দলটি ছিল سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (আল বাকারা: ২৮৬) পন্থী দল, যারা বিজয়ী ও সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে, সর্বদা সফল হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ । (আল বাকারা: ৬)

(হাকায়েকুল ফুরকান, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২২৩)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"আমি যা জানি তা হলো, কোন ব্যক্তি মু'মিন এবং মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ তার মাঝে আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলী রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন-এর মতো বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি না হবে। তারা নশ্বরজগতকে ভালোবাসতেন না, বরং নিজেদের জীবন খোদার পথে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন।"

(লেকচার লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২৯৪)

অতঃপর তিনি বলেন, এ বিশ্বাস থাকা আবশ্যক যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ও হযরত উমর ফারুক (রা.) এবং হযরত যুন্নুরাইন, অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) আর হযরত আলী মুর্তজা (রা.), সকলেই সত্যিকার অর্থে ধর্মের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.), যিনি ইসলামের দ্বিতীয় আদম ছিলেন আর একইভাবে হযরত উমর ফারুক এবং হযরত উসমান (রা.) যদি ধর্মের ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে বিশ্বস্ত ব্যক্তি না হতেন তাহলে আজ আমাদের জন্য কুরআন শরীফের কোন একটি আয়াতকেও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলা দুষ্কর ছিল।"

(মাকতুবাতে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫১, মকতুবাত নং ২, হযরত খান সাহেব মহম্মদ আলি খান সাহেবের নামে)

পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, খোদার কসম! আল্লাহ্ তা'লা শায়খাইন, অর্থাৎ হযরত আবু বকর এবং হযরত উমরকে আর তৃতীয়জন, যিনি যুন্নুরাইন, তাদের প্রত্যেককে ইসলামের দ্বার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সেনাবাহিনীর অগ্রসেনানী করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি তাঁদের মাহাত্ম্যকে অস্বীকার করে, তাঁদের সুনিশ্চিত সত্যতাকে তুচ্ছজ্ঞান করে এবং তাদের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করে না, বরং তাদেরকে লাঞ্ছিত করে এবং তাদের সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলতে উদ্যত হয় আর তাদেরকে গালমন্দ করে, আমি তাদের অশুভ পরিণতি এবং ঈমান নষ্টের আশঙ্কা করি। যারা তাদেরকে কষ্ট দিয়েছে, তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছে এবং অপবাদ আরোপ করেছে, তাদের পরিণতি হয়েছে হৃদয়ের কঠোরতা এবং রহমান খোদার ক্রোধভাজন হওয়া। আমি বারবার অভিজ্ঞতা করেছি আর আমি এটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশও করেছি যে, এসব সৈয়্যদ উম্মতের শিরোমনির প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করা কল্যাণের উৎস খোদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ। যে-ই তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তার জন্য দয়া ও স্নেহের সব দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হয় আর তার জন্য জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত করা হয় না। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে জাগতিক ভোগবিলাস ও কামনা-বাসনার মাঝে ছেড়ে করেন এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার গহ্বরে নিক্ষেপ করেন আর তাদেরকে নিজ দরবার থেকে দূরে ও বঞ্চিত রাখেন।"

(সিররুল খিলাফাহ, উর্দু অনুবাদ, প্রকাশক-নাযারত ইশাআত, রাবোয়া)

পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর পর ইসলামের যে উন্নতি হয়েছে তা তিন সাহাবীর মাধ্যমেই হয়েছে।

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪১৪)

অর্থাৎ হযরত আবু বকর, হযরত উমর এবং হযরত উসমান (রা.)-এর মাধ্যমে। এরপর শিয়াদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমি তোমাদের গালমন্দ শুনে কি অভিযোগ করব? কেননা তোমরা গুটিকয়েকজন বাদে সকল সাহাবীকে গালি দিয়ে থাক। অধিকন্তু তোমরা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রী উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের প্রতি অভিসম্পাত করে থাক আর মনে কর যে, আল্লাহ্র কিতাব কুরআন শরীফে কিছুটা সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়েছে। আরো বলে থাক যে, এটি 'বিয়াযে উসমান' বা উসমান রচিত গ্রন্থ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। তোমরা ইসলামকে এমন এক মরুভূমির ন্যায় মনে করেছ যার মাটি শুষ্ক এবং অনাবাদি, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত মানুষ বলতে এখানে কেউ নেই। তিনি (আ.) আরো বলেন, অতএব হে সীমালঙ্ঘনকারীরা! তোমাদের হাত থেকে কোন্ সম্মান নিরাপদ রয়েছে?

(হুজ্জাতুল্লাহ্, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১২, পৃ: ১৮৪-১৮৫)

এরপর তিনি বলেন, "আমাকে আমার প্রভুর পক্ষ থেকে খিলাফত সম্পর্কে গবেষণালব্ধ জ্ঞান দান করা হয়েছে আর গবেষকদের ন্যায় আমি এই বাস্তবতার গভীরে অবগাহন করেছি এবং আমার প্রভু আমার নিকট এটি প্রকাশ করেছেন যে, (আবু বকর) সিদ্দীক, (উমর) ফারুক এবং হযরত উসমান (রা.) পুণ্যবান ও মু'মিন ছিলেন আর তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে আল্লাহ তা'লা মনোনীত করেছেন এবং যাদেরকে রহমান খোদার পুরস্কারে বিশেষত্ব দান করা হয়েছে। আর অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানী তাদের প্রশংসনীয় গুণাবলীর অনুকূলে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তারা মহামহিমান্বিত খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে স্বদেশ ত্যাগ করেছেন, প্রতিটি রণক্ষেত্রের ভয়ঙ্করতম স্থানে যুদ্ধ করেছেন, গ্রীষ্মের ভরদুপুরের দাবদাহ এবং শীতের রাতের প্রচণ্ড ঠাণ্ডার ভ্রুক্ষেপ করেন নি, বরং সদ্য যৌবনে পদার্পণকারী যুবকদের (প্রেমাসক্তির) ন্যায় তারা ধর্মপ্রেমে বিভোর হয়েছেন আর আপন-পর কারো প্রতি আকৃষ্ট হন নি, বরং বিশ্ব প্রভু - প্রতিপালক খোদার ভালোবাসায় সবাইকে পরিত্যাগ করেছেন। তাদের কর্মে সৌরভ আর কাজে রয়েছে সুবাস। আর এসবই তাদের সুমহান মর্যাদার বাগান ও তাদের পুণ্যের বাগিচার প্রতি পথনির্দেশ করে। আর সেগুলোর প্রভাত সমীরণ নিজ সুরভিত দমকা হাওয়ায় তাদের গুপ্ত গুণাবলীর সংবাদ প্রদান করে এবং তাদের জ্যোতিসমূহ আপন পূর্ণ প্রভায় আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়। অতএব তোমরা তাদের মর্যাদার পরাকাষ্ঠা তাদের মনমোহিনী সুগন্ধির মাধ্যমে সনাক্ত কর এবং তাড়াহুড়ো করে কুধারণার বশবর্তী হয়ো না। হরেক রকম রেওয়ায়েতের ওপর ভরসা করো না, কেননা সেগুলোতে অনেক বিষ ও বড়ই বাড়াবাড়ি বিদ্যমান এবং সেগুলো বিশ্বাসযোগ্য নয়। সেগুলোর মাঝে বহু রেওয়ায়েত বিধ্বংসী ঝড় ও বৃষ্টির আভাস প্রদানকারী এমন বিদ্যুৎচমকের সাথে সাদৃশ্য

যুগ খলীফার বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে বিষয়ে আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, সেই অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন।

(ডেনমার্কের জলসা সালানা (২০১৯) উপলক্ষ্যে বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী : **Nur Jahan Begum, Kolkata (W.B)**

রাখে, যা দেখে বিভ্রান্তি জন্ম নেয়। অতএব আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় কর আর সেসব রেওয়ায়েতের অনুসরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ”

(সিররুল খিলাফাহ, উর্দু অনুবাদ, প্রকাশক-নাযারত ইশাআত, রাবোয়া)

এরই সাথে হযরত উসমান (রা.)-এর স্মৃতিচারণ সমাপ্ত হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে হযরত উমরের স্মৃতিচারণ আরম্ভ হবে।

আজ আমি প্রথমত যেটি উল্লেখ করতে চাই তা হলো, আল-ইসলাম কুরআন সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য নতুন ওয়েবসাইট এর প্রথম সংস্করণ প্রস্তুত করেছে, Holyquran.io। এই ওয়েবসাইটটি আল-ইসলাম থেকে আলাদাভাবে দেখা যাবে। যে কোন সূরা, আয়াত, শব্দ বা বিষয়কে আরবী, ইংরেজী অথবা উর্দু ভাষায় এক নতুন সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে অনুসন্ধান করা সম্ভব হবে। আর অনুসন্ধানের ফলাফল আহমদী ও অ-আহমদী অনুবাদের সাথেও দেখা সম্ভব। প্রতিটি আয়াতের সাথে তার তফসীর, সংশ্লিষ্ট বিষয় ও আয়াত দেখা সম্ভব। এটিকে আরো সমৃদ্ধ করার কাজ চলছে, আর এর পরবর্তী অংশ ইনশাআল্লাহ্ ২০২১ সালের জলসা সালানা যুক্তরাজ্য পর্যন্ত প্রস্তুত হয়ে যাবে। এছাড়া আল -ইসলাম ওয়েবসাইটে কুরআন পড়া, শুনা এবং অনুসন্ধানের ওয়েবসাইট readquran.app এরও নতুন সংস্করণ প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে ইংরেজী তফসীরের পাশাপাশি তফসীরে সগীরের নোট, ইংরেজী শাব্দিক অনুবাদ, বিষয়সূচী এবং আরো অনেক উপযোগী বিষয়াদি যোগ করা হয়েছে যা দৈনন্দিন কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে উপযোগী হবে। আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করছি এই প্রকল্প পবিত্র কুরআনের সুন্দর শিক্ষাকে পৃথিবীময় প্রচারের কারণ হোক, আর জামা'তের সদস্যরাও এগুলো থেকে পুরোপুরি কল্যাণ লাভকারী হোক।

একইসাথে আমি পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়ার অনুরোধ করছি। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করুন, তাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন। অনুরূপভাবে আলজেরিয়ার আহমদীদেরও আল্লাহ্ তা'লা দৃঢ়তা দান করুন এবং সেখানকার অবস্থায় পরিবর্তন সৃষ্টি করুন।

এখন আমি কতিপয় প্রয়াতের উল্লেখ করব তাদের জানাযাও পড়াব। বহু আবেদন আসে, এখানে সবার উল্লেখ করা এবং জানাযা পড়ানো কঠিন। যাহোক, কয়েক জনের উল্লেখ আমি করছি, অন্যদের আমি দোয়ায় অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি, নাম নেওয়া ছাড়া-ই তারাও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবার মাগফিরাত করুন ও তাদের প্রতি কৃপা করুন। যাহোক, যাদের স্মৃতিচারণ করব এখন তাদের উল্লেখ করছি। তাদের মাঝে একজন হলেন, মোকাররম মুহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী সাহেব। তিনি ঢাকা, বাংলাদেশের অধিবাসী ছিলেন। গত ১৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ৭৫ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

মরহুম অন্যান্য দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দীর্ঘকাল ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। ওয়াকফে নও এবং তাদের পিতামাতাদের সাথে ক্লাসের ব্যবস্থা করার জন্য দূরদূরান্তের বিভিন্ন জামাত নিয়মিত সফর করতেন। যতদিন অসুস্থতা তাকে অপারগ করে নি নিয়মিত মসজিদে যেতেন। মরহুম ওসীয়ত করেছিলেন। তিনি তার অবর্তমানে স্ত্রী, তিন পুত্র এবং এক কন্যা রেখে গেছেন।

পরবতী প্রয়াত ব্যক্তি হলেন একজন ভদ্র মহিলা মুখতারা বিবি সাহেবা, যিনি রাবওয়ার দারুল ইয়ামান নিবাসী রশীদ আহমদ আঠওয়াল সাহেবের সহধর্মিণী এবং বুর্কিনা-ফাসোর জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীনের প্রিন্সিপাল নাঈম বাজওয়া সাহেবের শাশুড়ি ছিলেন। তিনি গত ১৬ জানুয়ারি তারিখে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তিনি পশ্চিম দারুল ইয়ামান-এর লাজনা ইমাইল্লাহর মসলিসে আমেলাতে মোটের উপর সতের বছর সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। বিভিন্ন দেশে আর্থিক কুরবানি করার সৌভাগ্য তার লাভ হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লা তাকে লক্ষ লক্ষ রুপি আর্থিক কুরবানি করারও সৌভাগ্য দান করেন। মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা পূর্বে ও যখন তিনি সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে চোখ খুলেন, তখন জিজ্ঞেস করেন যে, আমার চুড়িগুলো কোথায়? আর তৎক্ষণাৎ নিজ পুত্রকে বলেন, এই চুড়িগুলো বিক্রি করে তুমি প্রেসিডেন্ট সাহেবকে দিয়ে আস, যেন তিনি তা দিয়ে এম.টি.এ.-র ব্যবস্থা করেন বা ডিশ লাগিয়ে দেন। এগুলোর মূল্য ছিল প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ রুপি।

১৯৯৫ সালে জার্মানীতে তার দুই পুত্র সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করেছিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সেই শোকঘাত সহ্য করেন এবং কখনো সেই দুর্ঘটনার উল্লেখ করেন নি, কোন অভিযোগ অনুযোগ করেন নি; এই শোকাবহ ঘটনায় আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে ধৈর্য্য ধারণ করেছেন। তবলীগ করার ব্যাপারে তার খুব আগ্রহ ও উদ্দীপনা ছিল; রাবওয়ার আশেপাশের গ্রামগুলোতে তবলীগ করার উদ্দেশ্যে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যেতেন। কুরআন শরীফের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল; নিজে নিয়মিত কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করার পাশাপাশি এলাকার শিশুদেরও কুরআন শরীফ ও 'ইয়াসসারনাল কুরআন' পড়িয়েছেন। মরহুমা ওসিয়ত করেছিলেন; স্বামী ছাড়া এক পুত্র ও চার কন্যা রেখে গিয়েছেন। তার তিন কন্যা লন্ডনে আছেন, এক কন্যা আছেন বুর্কিনা ফাসোতে। এখানেও যে কন্যারা রয়েছেন, তারা জামা'তের কাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা হলো মঞ্জুর আহমদ শাদ সাহেবের, যিনি গত ১৭ জানুয়ারি তারিখে ৮২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন; إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তাদের পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা হয় ১৯০৩ সালে তার পিতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মিয়া আব্দুল করীম সাহেবের মাধ্যমে, যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) করম দীনের মামলার কাজে জেহলাম গিয়েছিলেন। শাদ সাহেব ১৯৫৬ সালে করাচীতে স্থানান্তরিত হন, সেখানে তিনি করাচীর জেলা কায়েদ হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং খোদ্দামুল আহমদীয়ায় খুব ভালো কাজ করেন। এরপর ড্রিগ রোড কলোনী জামা'তের প্রেসিডেন্ট ও করাচীর নায়েব আমীর হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৮৪ সালে 'সাখ্খার'-এ যে প্রতিনিধিদল হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে-কে স্বাগত জানিয়েছিল, সেই প্রতিনিধিদলেও তিনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং হুযূর রওয়ানা না হওয়া পর্যন্ত এয়ারপোর্টেই অবস্থান করেন। ২০১০ সালে তিনি লন্ডনে স্থানান্তরিত হন। এখানে বায়তুল ফুতুহ্ হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারীতেও নিয়মিত সময় দিতেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি 'নরবারি' জামা'তের সেক্রেটারী তরবিয়ত ও সেক্রেটারী তরবিয়ত নও-মোবাঈন হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মরহুম ওসীয়ত করেছিলেন। তার দু'জন পৌত্র এবং একজন দৌহিত্র মুরব্বী এবং এখানে যুক্তরাজ্যেই কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন।

পরবতী জানাযা যুক্তরাষ্ট্রের আব্দুর রহমান সেলিম সাহেবের সহধর্মিণী হামীদা আখতার সাহেবার, যিনি গত ১৯ জানুয়ারি ৯২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন; إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমাকে দীর্ঘকাল, প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবৎ লাজনা ইমাইল্লাহ্ করাচী ও রাওয়ালপিন্ডিতে কাজ করার সৌভাগ্য দান করেন; জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবেও, লাজনা প্রেসিডেন্ট হিসেবেও আর কিয়াদতের নিগরান হিসেবেও। খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন, সন্তানদেরও খিলাফতের সাথে একনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত থাকার উপদেশ দিতেন। সারা জীবন নামাযে নিয়মিত ও তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন। কুরআন পঠনপাঠনের বিশেষ ব্যবস্থা করতেন। নিজের সন্তানদের ও অন্যের সন্তানদেরও কুরআন পড়িয়েছেন। তার ওমরাহ করারও সৌভাগ্য হয়েছিল। মরহুমা 'মুসীয়া' ছিলেন। তিনি তার অবর্তমানে পাঁচজন পুত্র ও দুইজন কন্যা রেখে গেছেন। তার সন্তানদের মাঝেও অনেকেই ধর্মের সেবক রয়েছে আর জামা'তের বিভিন্ন পদে সেবার সুযোগ পাচ্ছেন। ডাক্তার আব্দুস সালাম সাহেব, ডাক্তার খলীক মালেক সাহেব রয়েছেন; তারা বেশ ভালো কাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা হলো মুকাররম নাসের পিটার লুতসিন সাহেবের, যিনি একজন জার্মান আহমদী। তিনি গত ২০ জানুয়ারি তারিখে মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার কন্যা বলেন, ১৯৮৩ সালে একদিন আমার পিতামাতা হ্যানোভার শহরের কেন্দ্রীয় বাজার অতিক্রম করছিলেন; তখন

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক মহৎ, যে আপন ভাইয়ের অপরাধ অধিক ক্ষমা করে এবং হতভাগ্য সে, যে হঠকারিতা করিয়া ক্ষমা করে না।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

তাদের দৃষ্টি একটি স্টলের ওপর পড়ে যা শুধুমাত্র একটি টেবিলে সাজানো ছিল এবং যার ওপর কিছু পরিচিতিমূলক পুস্তক পড়ে ছিল আর এর পিছনে কয়েকজন ভিনদেশি যুবক দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের সাথে পরিচয় হলে জানা যায় যে, এটি ইসলামের প্রতিনিধিত্বকারী আহমদীয়া জামা'তের তবলীগী স্টল। তিনি সেই যুবকদের বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং বইপুস্তকও সাথে নিয়ে যান। বইপুস্তক পাঠ করার পর পুনরায় তাদের সাথে যোগাযোগ করে সাক্ষাৎ করেন। সেই তিনজন আহমদী তাদেরকে ঘরে খাবারে আমন্ত্রণ জানায়। রমজান মাস ছিল; ইফতারিতে আমার পিতামাতা তাদের ঘরে যান। তারা মেঝেতে পুরাতন পত্রিকা বিছিয়ে খাবার পরিবেশন করেছিল। বসার কোন স্থান ছিল না, মেঝের কার্পেটে পত্রিকা বিছিয়ে তাতে খাবার পরিবেশন করেছিলেন। আমার পিতামাতার খাবার খুবই পছন্দ হয়, কিন্তু তার চেয়েও বেশি তাদের সরলতা ও আতিথেয়তা তারা অনুভব করেন, এর স্বাদ বেশি পেয়েছেন। খাবারের পরও তাদের আলোচনা হয়। এরপর ঘরে আসা-যাওয়া আরম্ভ হয় এবং কয়েকমাস পড়াশোনা ও গবেষণা পর ১৯৮৪ সালে আমার পিতামাতা বয়আত করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে প্রবেশ করেন। এ উপলক্ষ্যটি ছিল ঈদের। তিনি বলেন, স্থানীয় বন্ধুদের সাথে মোহতরম নাসের সাহেব হ্যামবুর্গ যান এবং বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। একবার জলসা সালানাতেও বক্তৃতা করার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেন। তিনি আরো লিখেন, আমার মায়ের ধর্মের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল এবং সত্য ধর্ম খোঁজার আগ্রহই তাকে আহমদীয়াতের প্রতি আকৃষ্ট করে। অতঃপর জীবন্ত খোদার সাথে তার জীবন্ত সম্পর্কও সৃষ্টি হয় এবং বেশ কয়েকবার দোয়া কবুল হবার নিদর্শন তিনি প্রত্যক্ষ করেন। আর আল্লাহ্ তা'লাও কীভাবে নিদর্শন দেখান! তিনি বলেন, আমার মায়ের একটি চোখ নষ্ট ছিল। ১৯৮৬ সালে যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় তিনি অংশগ্রহণ করেন, তখন হঠাৎ করে তার দৃষ্টিশক্তি কিছুটা ফিরে আসে। পূর্বে এক চোখ পুরোপুরি দৃষ্টিহীন ছিল, কিন্তু এরপর সে চোখেই অল্প অল্প দেখতে শুরু করেন। তিনি বলেন, যার একটি চোখ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় তার জন্য এটা নিদর্শনের চেয়ে কম নয়। আর এই নিদর্শন এগারো বছর দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত থাকার পর লাভ হয়, যার ব্যাপারে তিনি বলতেন শুধুমাত্র দোয়ার কারণে এবং জলসায় এসে দোয়া করার ফলে এই কল্যাণ আমি লাভ করেছি। লন্ডনে একজন জার্মান আহমদী খাদিজা সাহেবার ঘরে তারা অবস্থান করতেন। একদিন আমার পিতামাতা তাদের বাসা থেকে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাইরে বের হয়ে কিছুটা দূরে চলে যান। ফিরে আসার সময় রাস্তা হারিয়ে ফেলেন। অন্ধকার নেমে আসার সাথে সাথে তাদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এমন এক রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন যেখানে গাড়ি অনেক বেশি ছিল এবং কিছু বুঝা যাচ্ছিল না যে, কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন। যখন আরো অন্ধকার ছেয়ে যায় এবং রাস্তাও হারিয়ে ফেলেন, তখন আমার মা বলেন, চল আমরা দোয়া করি। দোয়া শেষ করা মাত্রই দেখতে পান যে, মোহতরমা খাদিজা সাহেবার জামাতা নিজের গাড়ি নিয়ে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, আসুন! গাড়িতে বসুন। আমি আপনাদেরকে বাসায় নিয়ে যাচ্ছি। দোয়া কবুল হবার এ দৃশ্য তাদের ঈমানকে আরো সতেজ ও দৃঢ় করেছে।

জার্মানির মুরব্বী লাইক মুনির সাহেব লিখেন, লিতসিন সাহেবের পুরো পরিবার আহমদী ছিলেন। তখন আমরা বলতাম, জার্মানির আহমদী পরিবার বলতে একমাত্র এরাই আছে। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, স্বল্পভাষী, ভদ্র মানুষ ছিলেন। আর্থিক কুরবানীতে লিসতিন সাহেব সর্বদা অগ্রগামী ছিলেন। বিভিন্ন তবলিগী অধিবেশনে বক্তব্য দিতেন। তার সম্মুখে যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নাম উচ্চারণ করা হত, তখন তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠতো। এক তবলিগী সভায় মরহুম ইসলামী শিক্ষা এত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন যে, সত্তর বছর বয়স্ক একজন জার্মান আমার কাছে আসেন আর বলেন, ইসলাম সম্পর্কে আজ আমি যতটা জ্ঞান লাভ করেছি, ইতিপূর্বে তা আমি কখনোই লাভ করি নি। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন আর তার সন্তানদেরও আহমদীয়াতের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখুন।

পরবতী জানাযা কানাডা নিবাসী মুকাররামা রাযিয়া তানভীর সাহেবার যিনি জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ার ভাইস প্রিন্সিপাল মুরব্বী সিলসিলাহ, খলীল আহমদ তানভীর সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। ২৭ জানুয়ারি ৫৮ বছর বয়সে তিনি কানাডায় পরলোক গমন করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। শৈশবকাল থেকেই মরহুমার ধর্মীয় কাজের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল আর আমৃত্যু তা বজায় ছিল। তিনি ২২ বছর পাকিস্তানের লাজনা ইমাইল্লাহ্ অফিসে এবং মাসিক মিসবাহ্ পত্রিকা অফিসে বিভিন্ন বিভাগে হিসাব রক্ষক হিসেবে সেবা প্রদানের সুযোগ পেয়েছেন। রোগাক্রান্ত হবার আগ পর্যন্ত এই সেবাদান অব্যাহত ছিল। হযরত ছোটি আপা সাহেবার সাথে তাঁর অনেক কাজ করার সুযোগ হয়েছে এবং অনেক কিছু শেখারও সুযোগ হয়েছে এবং তাঁর কাছ থেকে দোয়া লাভ করার সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত করুন ও দয়ার্দ্র আচরণ করুন।

পরবতী জানাযা মিয়াঁ মঞ্জুর আহমদ গালেব সাহেবের যিনি সারগোধা জেলার দোদাহ্ নিবাসী মিয়াঁ শের মোহাম্মদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। গত ৭ই ফেব্রুয়ারি তিনি পরলোক গমন করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ১৯৫৫ সালে তার বড় ভাইয়ের আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। এরপর বড় ভাইয়ের সাথে তিনি রাবওয়া আসা-যাওয়া করতে থাকেন এবং সেখানে গিয়ে নিজেও বয়আত গ্রহণ করেন । বেলজিয়ামে বসবাসরত তার ছেলে বশীর আহমদ সাহেব বলেন, পিতা খিলাফতের নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিক ছিলেন এবং খিলাফতের আনুগত্যে কোনরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন না বরং অক্ষরে অক্ষরে আমল করা কর্তব্য জ্ঞান করতেন আর আমি ব্যক্তিগতভাবেও তাকে চিনতাম, তিনি নিশ্চিতরূপে একান্ত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে জামা'তের সেবা করতেন ও খিলাফতের আনুগত্যকারী ছিলেন। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্যদানকারী, ধর্মের সেবক, অতিথিপরায়ণ, অত্যন্ত দরবেশ প্রকৃতির মানুষ, দরিদ্রের লালন-পালনকারী, মিশুক, অতীব স্নেহশীল এবং সর্বজন প্রিয় একজন মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্‌র কৃপায় সারগোধা জেলার খোদ্দামুল আহমদীয়ার আনসারুল্লাহ্ অঙ্গাসঙ্গঠনে এরপর জেলা পর্যায়ে জামাতের সেক্রেটারী মাল এবং সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ আর সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ হিসেবে সেবাদানের সৌভাগ্য হয়েছে। অতি উত্তমরূপে তিনি সেবা প্রদান করেছেন। তার একজন পৌত্র সফীর আহমদ মুরব্বী সিলসিলাহ্ হিসেবে বর্তমানে এখানে পি, এস অফিসে কাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

পরবতী জানাযা মোহতরমা বুশরা হামীদ আনোয়ার আদনী সাহেবার যিনি ইয়েমেনের হামীদ আনোয়ার আদান সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। আমাদের এমটিএ'র স্বেচ্ছাকর্মী মুকাররম মুহাম্মদ আহমদ আনোয়ার সাহেবার মা ছিলেন আর এমটিএ'র ডাইরেক্টর প্রোডাকশন মুনীর আহমদ উদাহ্ সাহেবের শ্বাশুড়ি। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি, ৬৯ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত হাজী মোহাম্মদ দ্বীন সাহেব দেয়ালভী এবং হযরত হুসাঈন বিবি সাহেবার পৌত্রী ছিলেন। এমটিএ'তেও তিনি সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। লেকা মা'আল আরাব অনুষ্ঠানের সমস্ত ড্যাটা ট্রান্সফার করার ক্ষেত্রে তিনি দীর্ঘদিন কাজ করেছেন আর পাশাপাশি (এমটিএ) আল্ আরাবিয়াতেও দায়িত্ব পালন করেছেন। জামা'তের সব ধরনের কাজ করে তিনি আনন্দ বোধ করতেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ মহিলা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহসুলভ আচরণ করুন।

পরবতী জানাযা মোহতরমা নূরুস্ সুবাহ্ যাফর সাহেবার যিনি কেনিয়ার এলডোরেড এ কর্মরত মুরুব্বী সিলসিলাহ্ মুহাম্মদ আফযাল যাফর সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। গত ২৫ মার্চ , ৬২ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি মরহুম মওলানা মুহাম্মদ সাঈদ আনসারী সাহেব, মুরুব্বী সিলসিলাহ্'র সর্বকনিষ্ঠ কন্যা ছিলেন। মরহুমা ইংল্যাণ্ডের নাসীম বাজওয়া সাহেবের শ্যালিকা ছিলেন। তার স্বামী মুহাম্মদ আফযাল সাহেব লিখেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি পাঁচবেলার নামাযে অভ্যস্ত , তাহাজ্জুদ গুযার এবং নিয়মিত প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করতেন। দোয়ার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখতেন। তিনি নিজেও সর্বদা দোয়ায় মগ্ন থাকতেন এবং সন্তান-সন্ততিকেও দোয়া করার উপদেশ দিতেন। এছাড়া তিনি নিয়মিত যুগ-খলীফার খুতবা শুনতেন এবং সন্তানদের তরবীয়তের উদ্দেশ্যে পুনরায় সেখান থেকে নির্বাচিত পয়েন্টগুলো তাদেরকে বলতেন। হাদীস, ইতিহাস এবং জামাতের বইপুস্তক থেকে বিভিন্ন ঈমানবর্ধক ঘটনা বেশি বেশি বাচ্চাদেরকে শোনাতেন আর সর্বদা ধর্মের কাজ করা ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার উপদেশ প্রদান করতেন। আল্লাহ্ তা'লার

কৃপায় তিনি 'মূসীয়া' ছিলেন আর চাঁদা প্রদানের ব্যাপারে খুব্ই নিয়মিত ছিলেন। প্রতিটি আর্থিক কুরবানীর তাহ্রীকে অংশগ্রহণ করতেন। অতিথি আপ্যায়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা তাকে অনেক উদার মনের অধিকারিণী করেছিলেন। তিন আরও বলেন, মরহুমার সাথে আমার ২১ বছরের দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ ও প্রশংসনীয় ছিল। যাফর সাহেব যখন ফিজি'তে মুবাল্লিগ হিসেবে কর্মরত ছিলেন তখন তার প্রথমা স্ত্রী একটি দুর্ঘটনায় তিন মেয়ে এবং এক ছেলে অর্থাৎ চার সন্তানসহ শহীদ হন। মরহুমার সাথে যাফর সাহেবের এটি দ্বিতীয় বিয়ে ছিল। প্রথম স্ত্রীর দুই মেয়ে জীবিত ছিল যাদেরকে তিনি মায়ের স্নেহ দিয়েছেন, যার উল্লেখ করে স্বয়ং সেই মেয়েরা বলেছে, তিনি আমাদেরকে কখনো বুঝতে দেন নি যে, আমাদের মা নেই। তিনি সর্বদা তাদের উত্তম তরবীয়ত করেছেন এবং পড়ালেখাও শিখিয়েছেন। যাফর সাহেব বলেন, তিনি যে কেবল মেয়েদের সাথে উত্তম আচরণ করেছেন তা -ই নয় বরং প্রথম পক্ষের শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজনদের সাথেও এতটা উত্তম আচরণ করেছেন যে, তারাও তার উত্তম ব্যবহারের কারণে তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তার এক মেয়ে বলেছে, আমাদের জীবনে তিনি এক আলো ,আশ্রয় এবং মমতাময়ী মা হিসেবে এসেছিলেন। আর তিনি আমাদেরকে এত স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়েছেন যে, আমরা কখনো জন্মদাত্রী মায়ের অভাব বোধ করি নি। তার নিজেরও একটি মেয়ে ছিল কিন্তু তিনি কখনো তিন মেয়ের মাঝে কোন পার্থক্য করেন নি। নিঃস্বার্থ ও আত্মত্যাগী মহিলা ছিলেন। আমাদেরকে খোদা তা'লার সত্তায় পূর্ণ আস্থা, আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততা এবং ধর্মীয় শিক্ষামালা মেনে চলার উপদেশ প্রদান করতেন। সর্বদা আত্মীয়তার বন্ধনকে প্রাধান্য দেওয়ার গুরুত্ব এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার শিক্ষা প্রদান করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

পরবতী জানাযা সুলতান আলী রেহান সাহেবের যিনি যুক্তরাজ্যস্থ কেন্দ্রীয় আরবী ডেস্কে কর্মরত মুরুব্বী সিলসিলাহ্ মুহাম্মদ আহমদ নঈম সাহেবের পিতা ছিলেন। তিনি ২৬ মার্চ , ৮৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মুহাম্মদ আহমদ (নঈম) সাহেব লিখেন, আমার বড় চাচা নিজে গবেষণা করে ১৯৫৮ সালে বয়আত গ্রহণ করেছেন। এরপর তিনি আমার আব্বাকে তবলীগ করেন এবং রাবওয়ার জলসায় প্রেরণ করেন আর দু'একটা বই পড়ার পর তার আব্বাও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বয়আত গ্রহণ করেন। বয়আত গ্রহণের পর উভয় ভাইয়েরই প্রচণ্ড বিরোধিতা হয়। হত্যা করার চেষ্টাও করা হয় কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা রক্ষা করেন। মোল্লা-মৌলবীরা গ্রামে এসে (উস্কানী দিয়ে) বলতো, তোমরা এই দু'টি ছেলেকে হত্যা করতে পারছো না? যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা নিরাপদে রেখেছেন। এতদসত্ত্বেও তারা অআহমদী আত্মীয়স্বজন এবং অন্যান্য গ্রামবাসীর সাথে শেষ পর্যন্ত সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন। তাদের শত্রুতাপূর্ণ আচরণ সত্ত্বেও তারা তাদের সাথে উত্তম আচরণ প্রদর্শন করেছেন। মরহুমের দুই ছেলে এবং ছয়জন কন্যা সন্তান রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহসুলভ আচরণ করুন। মুহাম্মদ আহমদ নাঈম সাহেবও তার পিতার জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারে নি।

পরবতী জানাযা জামাতের ওয়াকফে জীন্দেগী, জম্মু কাশ্মরী প্রদেশের রাজৌরি জেলার কালাবনে কর্মরত মৌলভী গোলাম কাদের সাহেবের যিনি মুবাল্লিগ সিলসিলাহ্ ছিলেন। তিনি গত ২৬ মার্চ , ৫৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। প্রয়াত মৌলবী গোলাম কাদের সাহেবের পরিবারে তার দাদা মোকাররম বাহাদুর আলী সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াত এসেছিল। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় তার বংশের তেরোজন ব্যক্তি এখন জামাতের কাজে নিয়োজিত আছেন। মুবাল্লিগ হিসেবে তিনি চৌত্রিশ বছর ছয় মাস জামাতের কাজ করার সুযোগ লাভ করেছেন। যেখানেই মরহুমের পদায়ন হত সেখানেই তিনি অত্যন্ত হাসি মুখে, কঠোর পরিশ্রম ও একাগ্রতার সাথে তালীম-তরবীয়তের দায়িত্ব শেষ অবধি পর্যন্ত পালন করেছেন। তবলীগে ভাল দক্ষতা রাখতেন। তবলীগ-ক্ষেত্রের সকল সমস্যা ও বিরোধীতা দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করতেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞতাপরায়ণ, স্বল্পেতুষ্ট এবং নির্ভীক স্বভাবের মুবাল্লিগ ছিলেন। তিনি তার অবর্তমানে স্ত্রী ছাড়া তিনি পুত্র এবং দুই কন্যা রেখে গেছেন। এক ছেলে বশীরুদ্দিন কাদের জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ানের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত ও কৃপা করুন।

পরবতী জানাযা মাহমুদা বেগম সাহেবার যিনি কাদিয়ানের দরবেশ মুহাম্মদ সাদিক সাহেব আরেফের সহধর্মিণী ছিলেন। তিনি গত পহেলা এপ্রিল, ৮৫ বছর বয়সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুমা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী উত্তর প্রদেশের মিনপুর জেলার আলীপুরখীড়া নিবাসী হযরত কাজী আশরাফ আলী সাহেব (রা.)-এর পৌত্রি এবং প্রয়াত কাজী শাদ বখশ সাহেবের কন্যা ছিলেন। দরবেশ মুহাম্মদ আরেফ সাদিক সাহেবের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। মরহুমা তার স্বামীর দরবেশীর যুগে তার সাথে অত্যন্ত ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতার সাথে অতিবাহিত করেছেন। অনাহারে থাকতে হলেও সর্বদা ধৈর্য প্রদর্শন করেছেন। কখনো কারো সামনে অভাবের কথা প্রকাশ করতেন না। তিনি এতটা নামাযী ছিলেন যে, অন্তিম অসুস্থার সময়ও তিনি নামাযের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতেন। নিয়মিত চাঁদা প্রদান করতেন। খিলাফতের সাথে ঐকান্তিক সম্পর্ক বজায় রাখতেন। সন্তানদেরও খিলাফতের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক রক্ষার উপদেশ দিতেন। মরহুমা 'মূসীয়া' ছিলেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিন ছেলে এবং দুই মেয়ে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্র হসুলভ আচরণ করুন।

পরবতী জানাযা জর্ডানের খালেদ সা'দুল্লাহ্ সাহেবের যিনি সম্প্রতি ৬০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । তিনি তার বংশের প্রথম আহমদী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান , নামায ও চাঁদা প্রদানে নিয়মিত এবং জামাতী ব্যবস্থাপনার প্রতি অনুগত ছিলেন। অত্যন্ত সদালাপী, অতিথিপরায়ণ ও মিশুক মানুষ ছিলেন। খুবই শান্ত প্রকৃতির ও মিতবাক মানুষ ছিলেন। যুগ খলীফার কথা তার জন্য চূড়ান্ত কথার মর্যাদা রাখত। নিয়মিত এমটিএ (দেখতেন) বিশেষ করে জুমুআর খুতবা দেখতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন।

পরবতী জানাযা দারুল ফযল রাবওয়ার মোকাররম মুহাম্মদ মুনীর সাহেবের যিনি গত ১লা এপ্রিল, ৭৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ১৯৭২ সালে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) হাতে বয়আত করেছিলেন। তার পরিবারের অন্য কেউ আহমদী ছিল না। এ কারণে পরিবারের সদস্যরা তার ওপরে অনেকবার অত্যাচার-নির্যাতন করেছে, যাতে তিনি আহমদীয়াত ত্যাগ করেন। এমনকি ২০০৩ সালে তাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, আপনি যদি আহমদীয়াত পরিত্যাগ করেন তাহলে আমরা আপনাকে এত টাকা দিব যে, আপনার সন্তানরাও বসে খেতে পারবে। কিন্তু তিনি আহমদীয়াতের ওপর অবিচল থাকেন। তার মেয়ে কমর মুনীর সাহেবা এখানে আমাদের ইসলামাবাদের এক ওয়াকফে যিন্দেগী কর্মীর স্ত্রী। এবং তার ছেলে তাহির ওয়াক্কাসও ওয়াক্ফে যিন্দেগী। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহসুলভ আচরণ করুন। অত্যন্ত পুণ্যবান ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। সদা হাসিখুশী থাকতেন, কখনো কোন বিষয়ে রাগান্বিত হতেন না। নিষ্ঠার সাথে পাঁচবেলার নামায পড়তেন আর সময়মত সকল চাঁদা পরিশোধ করতেন। তার (এক) আত্মীয় হাফিয সাঈদুর রহমান সাহেব বলেন, আমার বাবা তাকে কাজ শিখিয়েছিলেন, তার অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজনরা যেহেতু তার সাথে ভালো আচরণ করতো না তাই তিনি আমার পিতার কাছে চলে আসেন, কাছেই তার দোকান ছিল। নিজের দোকানে তিনি তাকে

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

যতক্ষণ না প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ খোদার নৈকট্যভাজন হওয়ার মর্যদা লাভ হতে পারে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড , পৃ: ৬৪)

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Harhari (Murshidabad)**

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)**

২০১৪ (সেপ্টেম্বর) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর আয়ারল্যান্ড সফর

২৪ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪

(হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণের শেষাংশ)

ইসলাম সেই ধর্ম যা মুসলমানদেরকে একে অপরের প্রতি ভালবাসা, সহানুভুতি এবং কৃপাসুলভ আচরণ করার মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করার শিক্ষা দেয়। মুসলমানদেরকে কেবল নিজেদের মধ্যেই সহানুভুতিপূর্ণ আচরণ করার শিক্ষা দেওয়া হয় নি, কুরআন করীম শিক্ষা দিয়েছে যে শত্রুদের প্রতিও এমন ব্যবহার করা উচিত নয় যা ন্যায় নীতির পরিপন্থী এবং তাদের অধিকার আত্মসাৎ করে। ইসলাম শিক্ষা দেয়, এই অবৈধ পন্থা অবলম্বনকারী কোনও ব্যক্তিই নিজেকে মোমেন হিসেবে পরিচয় দেওয়ার অধিকার রাখে না এবং খোদার দরবারে কখনও সে মুত্তাকী এবং সংযমী হিসেবে পরিগণিত হবে না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন- কুরআন করীমের শিক্ষা অনুধাবন করলে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ্ তা'লা রসুল করীম (সা.) কে এক অনন্য ও বিশিষ্ট মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। খোদা তা'লার নিকট তাকে 'রহমাতুল্লিল আলামীন' বা জগতসমূহের আশীর্বাদ নামে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা মানবতার জন্য তাঁর আপ্রাণ ভালবাসা সর্বজনবিদিত ছিল আর ধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই সেই ভালবাসা ও সহানুভূতি ছিল।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, বস্তুত রসুল করীম (সা.)-এর এই পর্যায়ের ভালবাসা এবং মানুষের প্রতি সহানুভূতি ছিল যে তিনি ক্রমাগত একাধিক বিনিদ্র রাত খোদার দরবারে সিজদাবনত হয়ে আকুলভাবে এই দোয়া করতে থেকেছেন- "হে আল্লাহ্! জগতবাসী তোমাকে ভুলে বসেছে, ধ্বংসের দিকে সে পা বাড়িয়েছে। কাজেই তুমি তাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিমে পরিচালিত কর, যাতে তাদেরকে রক্ষা করা যেতে পারে।" রসুল করীম (সা.)-এর বেদনাবিধুর এই অবস্থার উল্লেখ কুরআন করীমেও পাওয়া যায়। দুটি স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) ভীষণ কষ্ট অনুভব করতেন, কেবল এই কারণে যে মানুষ খোদা থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল এবং নিজেদের ধ্বংসের দিকে পা বাড়াচ্ছিল। রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর দুঃখ ও বেদনার অবস্থা দেখে আল্লাহ্ তা'লা বললেন, 'লোকেরা তোমার বার্তার প্রতি কর্ণপাত করছে না, এই দুঃখে কি তুমি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে!

হুযুর আনোয়ার বলেন, এটি ছিল সেই অতুলনীয় মান যার উপর এই দুঃখভারাক্রান্ত ব্যক্তি অধিষ্ঠিত ছিল মানবতাকে রক্ষা করতে; যাঁর সত্তার প্রতিটি কণা ভালবাসা ও বেদনায় পরিপূর্ণ ছিল। কাজেই এমন আপত্তিও কি করা যেতে পারে বা কল্পনা করা যেতে পারে যে, যে-ব্যক্তি মানবজাতিকে আল্লাহর ক্রোধানল থেকে রক্ষা করতে নিজের জীবনকেও বিপদে ফেলতে পারে, সে-ই কিনা অত্যাচার ও অন্যায়ের শিক্ষা দিবে! কখনই না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, মানবতার কারণে রসুল করীম (সা.)-এর উৎকণ্ঠিত ও ব্যাথিত হওয়ার আরও একটি কারণ ছিল তিনি খোদা তা'লার প্রকৃত পয়ম্বর ছিলেন। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে বার বার মানবজাতিকে শান্তি ও সমন্বয়ে দিকে আহ্বান করা হয়েছে। কাজেই রসুল করীম (সা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত পয়ম্বর (দূত) হওয়ার কারণে এই ভেবে ভীষণ আকুল ও অস্থির হয়ে পড়েন যে মানবজাতি আল্লাহ্ তা'লার বাণীর প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে শান্তির দিকে আহ্বান করেন এই জন্য যে তিনিও পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের জন্য শান্তি চান। কাজেই শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লার এই ইচ্ছে পূর্ণ করতেই তিনি পৃথিবীতে তাঁর পয়ম্বর প্রেরণ করে থাকেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন- রসুল করীম (সা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় নবী ছিলেন আর আমাদের বিশ্বাস অনুসারে তিনি হলেন নবীদের মোহর, যাঁর হাতে শরিয়তকে পূর্ণতা দান করা হয়েছে। যখন এই শরিয়ত-বিধান বলে যে আল্লাহ্ তা'লা চান তাঁর সৃষ্টিজগত শান্তি ও সমৃদ্ধিসহকারে বসবাস করুক, তবে এটি কিভাবে সম্ভব যে রসুল করীম (সা.) খোদার সৃষ্টিকে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং সমৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ের দিকে আহ্বান করবেন? এতে কোন সন্দেহ নেই যে রসুল করীম (সা.) তাঁর যাবতীয় কর্তব্যসমূহ পালন করেছেন এবং পৃথিবীকে সবোৎকৃষ্ট পন্থায় শান্তির দিকে আহ্বান করেছেন, কখনও কোন প্রকার অত্যাচার ও অরাজকতায় প্ররোচিত করেন নি, তিনি সব সময় যাবতীয় প্রকারের চরমপন্থা, বিদ্বেষ ও বিশৃঙ্খলার প্রবল নিন্দা করেছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, উদাহরণস্বরূপ- আঁ হযরত (সা.) যখন মদিনার শাসকের পদে আসীন হলেন, তাঁর শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল, তখন এক শ্রেণীর অমুসলিম সমাজের মধ্যে বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, তারা সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাঁদের এই অসৎ উদ্দেশ্য সত্ত্বেও আঁ হযরত (সা.) তাদের সঙ্গে স্নেহ ও ভালবাসাসুলভ আচরণ করেন। ন্যায়ের দৃষ্টিতে যে ব্যক্তিই ইসলামের ইতিহাস অধ্যায়ন করবে, সে দেখতে পাবে যে আঁ হযরত (সা.) সব সময় সার্বজনীন শান্তি এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবং যাবতীয় প্রকারের অশান্তি ও অন্যায়ের অবসানের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আরও একটি বিষয় যা আমি বর্ণনা করতে চাই সেটি হল ইসলামের খোদা সেই খোদা যিনি সমগ্র জগতের প্রভু প্রতিপালক। এটি কুরআন করীমের প্রথম সূরার প্রথম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ খোদা, সেই খোদা যিনি সমগ্র জগতকে লালন-পালন করেন এবং যিনি মানুষের প্রত্যেক ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন পূর্ণ করেন। ইসলামের খোদা সেই খোদা যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা, যিনি সকল প্রকৃত মুসলমানকে উপদেশ দিয়েছেন তারা যেন যথাসাধ্য সীমা পর্যন্ত খোদা তা'লার গুণাবলী নিজেদের মধ্যে ধারণ করে তাঁর নৈকট্য ও ভালবাসা অর্জনের চেষ্টা করে । 'সালাম' (শান্তির উৎস ও শান্তিদাতা) এবং 'মোমিন' (নিরাপত্তা দাতা) খোদার গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম। অর্থাৎ- এমন সত্তা যিনি প্রত্যেককে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেন। যেমনটি এইমাত্র আমি উল্লেখ করলাম, তিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক-এটিও তাঁর একটি গুণ। কাজেই খোদা তা'লা যখন তাঁর বান্দাদেরকে স্বীয় গুণাবলী ধারণের উপদেশ দেন, আর খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী একজন প্রকৃত মোমিন তাঁর গুণাবলী নিজের মধ্যে ধারণের চেষ্টা করে, তখন তার পক্ষে অত্যাচারী ও অন্যায়কারী হওয়া কিভাবে সম্ভব?

হুযুর আনোয়ার বলেন, কাজেই যে ইসলামের উপর আমি ঈমান রাখি এবং যার অনুসরণ করি সেটি অত্যাচারী নয় আর প্রতিশোধ গ্রহণেও বিশ্বাসী নয়। আর তা কোনও প্রকার অত্যাচার, অরাজকতা এবং অবিচার করার উপদেশ দেয় না আর আঁ হযরত (সা.)কেও ঘৃণা ও অত্যাচার প্রসারের জন্য আবির্ভূত করা হয় নি, তাঁকে দয়ার সাগর করে পাঠানো হয়েছিল যা সর্বদা মানবতার জন্য শাশ্বত ও বিশ্বজনীন ভালবাসা নিয়ে প্রবাহমান রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, শেষ যুগ সম্পর্কে আঁহযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রণিধান করলে দেখব যে কি অসাধারণ মহিমায় তা পূর্ণ হয়েছে আর এর দ্বারা আঁ হযরত (সা.)-এর সত্যতাও স্পষ্ট হয়েছে।তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এমন এক যুগ আসবে যখন মুসলিম বিশ্ব আধ্যাত্মিক অধঃপতন ও অন্ধকারের শিকার হয়ে পড়বে, যখন ইসলামি শিক্ষা কলুষিত হয়ে পড়বে আর মুসলমানদের সিংহভাগই সম্পূর্ণরূপে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এমন এক সময় আসবে যখন মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ নৈতিকতা হারিয়ে ফেলবে,তাদের মধ্যে ন্যায়, শান্তি ও দয়ার চিহ্নও অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি বলেছিলেন, যদিও কুরআন করীম বাহ্যিকরূপে সুরক্ষিত ও অক্ষত থাকবে, কিন্তু মুসলমানেরা এর শিক্ষা মেনে চলবে না। মুসলমান উলেমা তথা মৌলবীরা নামেই আলেম হবে আর তাদের কর্মপন্থা হবে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উল্টো পথে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করার পর আঁ হযরত (সা.) বলেন, এমন যুগে আল্লাহ তা'লা প্রতিশ্রুত মসীহকে তাঁর প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠাবেন যাতে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করা যায় এবং তৎকালীন যুগের আধ্যাত্মিক অধঃপতনকে প্রতিহত করা যায়। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)

কে কুরআন করীমের শিক্ষা এবং আঁ হযরত (সা.)-এর সুন্নত অনুসারে পৃথিবীতে ইসলামের শিক্ষাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমার ঈমান মতে যে প্রতিশ্রুত মসীহর তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তিনি এসে গিয়েছেন। তাই আমি এবং সমস্ত আহমদী মুসলমানের বিশ্বাস, আমাদের জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ই হলেন সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী, যিনি শান্তি, ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামের প্রকৃত শিক্ষামালাকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসার করতে এসেছেন। তিনি পৃথিবীকে ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য অবলোকন করাতে এসেছেন। তিনি এসেছেন যাবতীয় প্রকারের অন্যায় অত্যাচার ও বর্বরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে। তিনি এসেছেন মানবজাতিকে পরস্পরের বৈধ অধিকারসমূহ প্রদান করার শিক্ষা দিতে। তিনি এসেছেন ভালবাসা ও স্নেহের প্রচার করতে এবং পৃথিবীতে জান্নাতসম শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে এবং পৃথিবীতে ঐক্য ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে। এটিই তাঁর বাণী আর এটিই তাঁর লক্ষ্য।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এটিই সেই বিশেষ বার্তা যা আহমদীয়া মুসলিম জামাত পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে,প্রতিটি এলাকায়প্রসারের চেষ্টা করছে। কাজেই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব হল এই শান্তিপ্রিয় বাণীকে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে প্রচার ও প্রসার করা। পৃথিবীর প্রতিটি আহমদী মসজিদ থেকে এই বাণীই উৎসারিত হয়। আমাদের জামাতের মসজিদগুলি শান্তি ও সমন্বয় কেন্দ্র, যেখানে একত্রিত হয় সেই সব মানুষ যারা মানবতাকে স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে আগলে রাখে। যাতে পারস্পরিক সমন্বয় সৃষ্টি করা যায়, ইবাদত করা যায় এবং সমগ্র মানবতার জন্য শান্তি, নিরাপত্তা এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য দোয়া করা হয়। আমাদের মসজিদগুলি সেই সব মানুষ দ্বারা পরিপূর্ণ যারা কেবল শান্তির মৌখিক দাবিই করে না, পৃথিবীর প্রতিটি ব্যক্তির জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, মানবজাতির সুখ-সমৃদ্ধি,শান্তি এবং প্রকৃত ন্যায়কে সুদৃঢ় করতে আমরা সমাজের প্রত্যেক স্তরে যে চেষ্টা করেছি, ইতিহাস তার সাক্ষী রয়েছে। আয়ারল্যাণ্ডে আমাদের এই মসজিদের নাম রাখা হয়েছে মরিয়ম। মরিয়ম অথবা আপনারা যাকে মেরি নামে ডাকেন, মুসলমানদের মধ্যেও তিনি ততটাই সম্মানীয় যতটা খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের মাঝে। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা একাধিক বার মরিয়মের উল্লেখ করেছেন।নিঃসন্দেহে হযরত মরিয়ম (আ.) একজন পুণ্যবতী ও সদচরিত্র মহিলা ছিলেন, যাঁকে ইসলামে এতটাই সম্মান দেওয়া হয়েছে যে কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে, প্রত্যেক প্রকৃত মুসলমান মরিয়ম সদৃশ। কেননা হযরত মরিয়ম (আ.) আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে ভীষণ নৈকট্যের সম্পর্ক তৈরী করেছিলেন। তিনি তাঁর পুণ্য এবং পবিত্রতাকে সর্বক্ষণ রক্ষা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে তাঁর বিশেষ ভালবাসার সম্পর্ক ছিল, যার কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথপোকথন করেছেন এবং স্বয়ং তাঁর পবিত্রতার সাক্ষী দিয়েছেন। হযরত মরিয়ম (আ.) খোদার সকল ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস স্থাপন করতেন, পবিত্র চরিত্রের অধিকারীনি ছিলেন আর তিনি খোদার আনুগত্যে এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। নিঃসন্দেহে হযরত মরিয়ম সকল প্রকৃত মোমেনের জন্য এক দৃষ্টান্ত। তাঁর উচ্চ মর্যাদা এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে কুরআন করীম বর্ণনা করেছে, একজন প্রকৃত মুসলমানের মরিয়মী গুণের অধিকারী হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি তারা এমনটি হয় তবে নিঃসন্দেহে কাউকে কষ্ট দিবে না, কারো কোন ক্ষতি করবে না। এইজন্য প্রত্যেক আহমদী মুসলমান নিজের মধ্যে মরিয়ম সদৃশ পবিত্রতা, সংযম এবং সদচরিত্র সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। তাই দেখুন যে কিভাবে কুরআন করীম মোমেনদের জামাতের জন্য কিরূপ অপূর্ব সুন্দর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছে। যদি মুসলমানেরা এই মানে উত্তীর্ণ হতে পারে তবে তারা কখনও অপরকে কষ্ট দিবে না এবং অশান্তির কারণ হবে না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন- এখন মসজিদ তৈরী হয়ে গিয়েছে। যেমনটি আমি বর্ণনা করলাম, আপনারা দেখবেন কিভাবে এই আলোকিত শিক্ষা মসজিদ থেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। নিঃসন্দেহে এটিই সেই শিক্ষা যা সারা বিশ্বে আহমদীদের মসজিদগুলি থেকে প্রসারিত হচ্ছে। সম্প্রতি আফ্রিকার একটি শহরে এমনই একটি আহমদীয়া মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এক খৃষ্টান প্রধানও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন, যিনি পূর্বে কখনও জামাত সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তিনি সেখানে এসে বলেন, আমি কোন আহমদীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা জামাতের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি নি, বরং আমি এই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পত্র দেখে আশ্চর্য হই যে একটি মুসলমান জামাত মসজিদের উদ্বোধনে কোন খৃষ্টানকে আহ্বান করছে! কাজেই আমি সেই বিস্ময় দূর করতেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি, যাতে নিজে এসে দেখতে পারি যে এটি কোন ধরণের ইসলাম যেখানে এক মুসলিম জামাত খৃষ্টানকে তাদের মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত করছে! তিনি বলেন, এখানে পৌঁছে যা কিছু দেখলাম তাতে আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। আমি দেখলাম সমাজের প্রত্যেক শ্রেণী ও বিভিন্ন ধর্মের মানুষ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছেন। সেই প্রধান নিজের বক্তব্যে বলেন, সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলার এই স্পৃহা থেকে স্পষ্ট যে আহমদীয়া মুসলিম জামাত এলাকায় কেবল নতুন মসজিদই গড়ে তোলে নি, এই এলাকায় নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছে এবং স্থানীয় লোকদেরকে পরস্পরে মিলে সমন্বয় ও সম্প্রীতিসহকারে বসবাস করার নতুন পথের দিশা দেখিয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, যেমনটি আমি বলেছি, এই মসজিদ গণতন্ত্রী আয়ারল্যাণ্ডের প্রথম আহমদীয়া মসজিদ, যার উদ্বোধন করা হচ্ছে আমাদের অন্যান্য সকল মসজিদের মতই সেই মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে। এটি প্রকৃত ইসলামী শিক্ষাকে উন্মোচন করার মাধ্যম হবে।

একদিকে আমরা যেমন সমগ্র বিশ্বে আমাদের মসজিদগুলিতে খোদার নাম জপ করি এবং অপরকে শান্তিপূর্ণ পথে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি যে তারা যেন এক-অদ্বিতীয় খোদার সামনে নতশির হয় এবং তাদের জন্য দোয়া করি, তেমনি অপরদিকে আমরা যেভাবে এবং যেখানে সম্ভব হয়, মানবতার সেবা করার চেষ্টা করি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ইনশাআল্লাহ্ আপনারা দেখবেন এই মসজিদটিও সেই একই মূল্যবোধের ধারক ও বাহক হবে। আপনারা দেখবেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যরা আন্তরিকভাবে কামনা করে যে মানুষের ধর্মবিশ্বাস যাই হোক কিম্বা তারা ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকুক, সকলে যেন শান্তিতে থাকে। আপনারা দেখবেন যে আহমদী মুসলমানেরা সমাজের প্রত্যেক সদস্যের জন্য আন্তরিক স্নেহ, ভালবাসা এবং সহানুভূতি পোষণ করে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁর ভাষণের শেষে বলেন, এই কথাগুলি বলেই আমি আরও একবার আপনাদের সকলকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করার অনুমতি চাইব। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের উপর কৃপা করুন। আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ভাষণ শুনে অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

গালওয়ে কাউন্টির ডেপুটি মেয়র মি. নিয়ান বায়ার্ন নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, এই মহতি সভায় জামাত আমদীয়ার সকল সদস্যকে আমি সাধুবাদ জানাই। মসজিদ মরিয়ম আপনাদের জামাতের জন্য একটি উপহার। বিভিন্ন ধর্মমতের মানুষকে এখানে একত্রিত হতে দেখা এক সুখকর অভিজ্ঞতা আর এটি এবিষয়ের প্রমাণ যে আয়ারল্যাণ্ড এবং বিশেষ করে গালওয়ে শহর ইসলাম আহমদীয়াতকে সাদরে গ্রহণ করেছে। আর আমি আপনাদের অসাধারণ আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

গালওয়ে কাউন্টির এক কাউন্সিলর টম হিলি বলেন: এই মহামর্যাদা সম্পন্ন মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে আমি সাধুবাদ জানাই। আল্লাহ্ করুন আপনাদের বার্তা সারা পৃথিবীতে মুখরিত হোক এবং আপনারা রসুল করীম (সা.) সত্যিকার দূত হয়ে উঠুন।

এক অতিথি সেনেটর মি. মাইকেল মুলিনস বলেন: একটি দৃষ্টিনন্দন মসজিদ তৈরী করার জন্য আমি আপনাদের জামাতকে সাধুবাদ জানাই। পৃথিবীতে শান্তি ও ভালবাসার বাণী প্রসারে আপনাদের আকাঙ্খাও প্রশংসাযোগ্য। আমি ভবিষ্যতেও আপনাদের জামাতের অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করব।

নিজের এলাকায় কাউন্সিলর একজন অতিথি বলেন: এখানে আসার পূর্বে আমি মনে করতাম সমস্ত মুসলমান একই ধরণের। ঠিক

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 20 May, 2021 Issue No.20

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

যেমনটি গণমাধ্যমে দেখা যায় যে মুসলমানেরা সন্ত্রাস করছে, অত্যাচার করছে। কিন্তু খলীফাতুল মসীহর শান্তি বাণী -'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' দ্বারা আমি যারপরনায় প্রভাবিত হয়েছি।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, জামাত আহমদীয়া সেই আদর্শ মেনেও চলে যা তারা প্রচার করে থাকে। আর বর্তমান পৃথিবীর এই বার্তার ভীষণ প্রয়োজন। পৃথিবীকে একথাও বলতে হবে যে ইসলামের মধ্যে একটি জামাত এমনও আছে যারা কেবল ভালবাসার বাণীই প্রচার করে।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী এক আইরিশ অতিথি বলেন: খলীফার ভাষণ আলোকিত চিন্তাধারায় পূর্ণ ছিল। হযরত মির্যা মসরূর আহমদ যখন পার্লামেন্টে গিয়েছিলেন সেই সময়ও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছিল আর আজকের এই অনুষ্ঠানেও খলীফার বক্তব্য শুনলাম। গালওয়েতে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে খলীফার আগমণ নিঃসন্দেহে সম্মানের বিষয়।

এক মহিলা কাউন্সিলর নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন:

আমার মতে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিই কিছুটা চাপা উৎকণ্ঠা নিয়ে বসেছিল। কিন্তু যখন খলীফাতুল মসীহ তার ভাষণেও একথার উল্লেখ করলেন যে এখানে উপস্থিত লোকেরা হয়তো ইসলাম সম্পর্কে ভীতি এবং সংশয় পোষণ করেন। খলীফা এই কথা উল্লেখ করা মাত্রই প্রত্যেকে আশ্বস্ত হয় আর আমি খলীফার অসাধারণ ভাষণকে অত্যন্ত সমাদরের দৃষ্টিতে দেখি।

একজন মহিলা সাংবাদিক গালওয়েতে বিজ্ঞাপন দাতাদের হয়ে কাজ করছিলেন। তিনি নিজের আবেগ অনুভূতি কথা উল্লেখ করে বলেন, খলীফাতুল মসীহর বক্তব্য অসাধারণ ছিল আর তা মানুষকে ভাবতে বাধ্য করে। বক্তব্যে তিনি ইসলাম আহমদীয়াত সম্পর্কে স্পষ্ট রূপরেখা তুলে ধরে বলেন, মুষ্টিমেয় উগ্রপন্থীরা এর ভাবমূর্তি বিকৃত করেছে। খলীফা খুব সুন্দরভাবে প্রমাণ করেছেন যে ইসলাম শান্তি,ভালবাসা এবং সহিষ্ণুতার ধর্ম। খলীফার যুক্তিসমৃদ্ধ ও স্পষ্ট বক্তব্য আমার পছন্দ হয়েছে। এছাড়া খলীফাতুল মসীহর সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাত করাও আমার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

জামাত আহমদীয়াকে আমি বিগত প্রায় এগারো বছর থেকে চিনি। এই জামাত আন্তঃধর্মীয় অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করে থাকে। এছাড়া এই মসজিদের নাম মরিয়ম মসজিদ রাখা হয়েছে, এটিও ইসলাম এবং খৃষ্টধর্মের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটায়।

ডেপুটি স্পীকার ন্যাশনাল পার্লামেন্ট মাইকেল পিকিট সাহেব বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠান ভীষণ সুন্দর ছিল। খলীফাতুল মসীহ্র ভালবাসা ও শান্তি প্রসঙ্গে ভাষণ আমার জন্য উৎসাহব্যাঞ্জক ছিল। খলীফার ভাষণ শুনে জানা যায় যে ভালবাসার বাণীতে কত শক্তি আছে।

আরও একজন অতিথি বলেন, মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান করে ভীষণ আপ্লুত আর আপনাদের ভালবাসা এবং শান্তির বার্তা শুনে প্রভাবিত হয়েছি। এই বাণী অন্যদের কাছেও পৌঁছে দিতে চাই।

ডিরডিয়ার কেনা নামে এক অতিথি বলেন: বিভিন্ন পৃষ্ঠভূমির মানুষকে একস্থানে সমবেত দেখে ভীষণ আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহ্ করুন, আজকের এই অনুষ্ঠান আমাদের সমাজে উদারতার রীতির পথিকৃত হয়ে উঠুক এবং আয়ারল্যাণ্ডের সমস্ত মানুষ এর অংশে পরিণত হোক, যাতে আমরা পরস্পর গঠনমূলক সম্পর্ককে উন্নতির পথে নিয়ে গিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে শিখি। এবং আয়ারল্যাণ্ডে এক সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যতের ভিত রচিত হয়।

মার্থা নামে এক অতিথি বলেন, আপনাদের এমন এক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে আমি কৃতজ্ঞ, যা মস্তিষ্ককে আলোকিত করে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে আজকাল মানুষ বেশ সন্ত্রস্ত। কিন্তু এই অনুষ্ঠান আমাদের সকলকে ধর্মীয় সহনশীলতার পাঠ দিয়েছে। খলীফা আমাদেরকে ইসলাম, কুরআন করীমের ভালবাসা এবং শান্তির শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করেছেন, যা আমাদের সকলের জন্য স্বস্তিদায়ক ছিল। আজকের এই

এরপর ২ এর পাতায়...

কাজ শেখান এবং তাদের বাড়ীতেই থাকতে আরম্ভ করেন। বা-জামাত নামাযের জন্য নিয়মিত মসজিদে যেতেন এবং সামনের সারিতে গিয়ে বসতেন। তবলীগের ক্ষেত্রেও তার মাঝে এতটা আগ্রহ জন্মেছিল যে, নিজ স্ত্রীকে সাথে নিয়ে প্রায়ই রাবওয়ার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে চলে যেতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার তার ক্ষমা ও দয়ার্দ্র আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা হচ্ছে, রাবওয়ার অন্তর্গত 'দারুল বরকত' নিবাসী মাস্টার নযীর আহমদ সাহেবের। যিনি গত ৪ এপ্রিল, ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, -إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার পিতা সিয়ালকোট জেলার 'দাতাহ্ যায়দ' নিবাসী করম দ্বীন সাহেবের পুত্র মরহুম মিয়াঁ উমর দ্বীন সাহেবের মাধ্যমে তার পরিবারে আহমদীয়াত এসেছিল। তিনি ১৫ বছর বয়সে সত্যপথ লাভ করেন এবং ১৯১৪ বা ১৯১৫ সালের জলসায় গিয়ে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে দিক-নির্দেশনা লাভ করেছিলেন। এরপর মাস্টার নযীর সাহেব যখন সারগোধা জেলার উত্তর ৯৯- এতে বসবাস করছিলেন তখন সেখানকার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে তাকে বয়কট করা হয়েছিল। সেই বিদ্যালয়েই তার নয় বছর বয়সী ছেলে নাসীর আহমদকে এক ছাত্র ছুরিকাঘাতে আহত করে। এ সময় মাস্টার সাহেব পরম ধৈর্য প্রদর্শন করেন। যাহোক, সে সময় ছেলের প্রাণ রক্ষা হয়েছিল কিন্তু কিছুদিন পর জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। তিনি তার ছেলের মরদেহ কবরে সমাহিত করার সময় অনেক ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে বলেন,'হে আমার পুত্র! আমার জন্য এটি গর্বের বিষয় যে, তুমি নিজ দেহে জামাতের সত্যতার চিহ্ন নিয়ে যাচ্ছ।' তিনি যতদিন ঐ গ্রামে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন কোন মুয়াল্লিম বা মুরুব্বীর প্রয়োজন হয়নি, তিনি নিজেই সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর রাবওয়ার নিকটেই তার পদায়ন হয়, ফলে তিনি রাবওয়ায় স্থানান্তরিত হন। সেখানেও তিনি জামাতের সেবা করতে থাকেন। অসংখ্য ছেলে-মেয়েদের তিনি পবিত্র কুরআন পড়া শিখিয়েছেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি ক্বারী আশেক সাহেবের কাছে পবিত্র কুরআনের তারতীল অর্থাৎ শুদ্ধভাবে (কুরআন) পড়ার নিয়ম-কানুন শিখেছেন। এরপর (নিজ) পাড়ায় শুদ্ধ কুরআন শিক্ষার ক্লাস চালু করেন এবং তার সর্বাত্মক চেষ্টা থাকতো যে, এমন কোন ছেলে-মেয়ে যেন না থাকে যারা মেট্রিক পাশ করা সত্ত্বেও কুরআন পড়তে জানে না। যদি এমন কাউকে পেতেন তাহলে তার বাড়ীতে গিয়ে তাকে কুরআন পড়াতেন। অনেক অল্প বয়স থেকেই তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন আর করোনার কারণে রাবওয়াতে যখন এই নিষেধাজ্ঞা জারি হয় যে, ষাটোর্ধ্ব বয়সের লোকেরা যেন মসজিদে না আসেন, তখন তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বাড়ীতেই সকল নামায ও জুমুআ আদায় করতেন। একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে তার এই বিশ্বাস ছিল যে, তিনি আশি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করবেন, আর এমনটিই হয়েছে। তার তিন ছেলে ও সম্ভবত এক মেয়েও রয়েছে। যাহোক, তার তিন ছেলেই ওয়াকেফে যিন্দেগী। ছেলেদের মধ্যে একজন হচ্ছেন, আমাদের আযীয সাহেব যিনি এখানেই ইসলামাবাদে জামাতের সেবা করছেন, দ্বিতীয় জন হচ্ছেন, রাবওয়ার মুরুব্বী সিলসিলাহ্ নাসীম আহমদ সাহেব আর তৃতীয় জন হচ্ছেন, নাইজারে কর্মরত জামাতের মুরুব্বী সিলসিলাহ্ জনাব সাঈদ আহমদ আদীল সাহেব, তিনিও দাফনের সময় উপস্থিত থাকতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা প্রয়াতের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন। আর এসব ব্যক্তিবর্গের পরিবার পরিজনকে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন এবং তাদের সংকাজগুলোকে ধরে রাখার সামর্থ্য দান করুন।

****

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০টা পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir